জাতীয়-উদ্দীপনা।

" চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন।
মুহুর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন ॥

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে।

মুন্সি মওলাবক্স্ প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১২৮৪।

মূল্য ৸০ বারআনা মাত্র।

মুখবন্ধ।

অধুনা, মৃতপ্রায় ভারতবাসী-হৃদয়ে সহস্রাধিক বৎসরের বিলুপ্ত স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইয়াছে। ভারতের মৃতকল্প দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। জন্মভূমি এবং স্বজাতীর প্রতি সম্মান ও গৌরব বুদ্ধি না জন্মিলে লোকে স্বদেশানুরাগী হইতে পারেনা। ভারত-বাসীর হৃদয়ে " ভারত মহিমা " দিন দিন উচ্চাসন লাভ করিতেছে। ভারতবাসী এখন আর পূর্ব্বের মত বিলাসে বিভোর হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত রহেন না। স্থূল কথা, ভারত সমাজে ধীরে ধীরে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগে বাঙ্গালির রুচি ও বঙ্গ সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হই-তেছে। ইউরোপের হীনতা এবং প্রাচীন ভারতের ম-হত্ত্বের কথায় এখন আমরা যত সুখী হই, এত আর কিছু-তেই নহে। জেতার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ইহার অন্য-তম কারণ বটে, কিন্তু স্বদেশানুরাগই ইহার মূলীভূত সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে, বঙ্গবাসীর রুচি যেরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ লঘু ও হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে; স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অভাবে ভারতের যে শোচনীয় অধোগতি সংঘটিত হইয়াছে; তাহাতে এরূপ একখানা স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গ্রন্থ প্রণয়ণের যে কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহা বর্ণনা করা আমাদিগের সাধ্যায়াত্ত নহে। শুভক্ষণে, "জাতীয় সঙ্গীত" প্রণেতা, জাতীয় সঙ্গীত প্রণয়ণ করিয়া ভারতবাসীর কণ্ঠদেশে একখানি বহুমূল্য আভরণ গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অদ্য বঙ্গদেশোদ্ভূত সুবিখ্যাত কবিগণ-বিরচিত কতিপয় স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কবিতা, সঙ্কলন পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র "জাতীয়-উদ্দীপনা" গ্রন্থ প্রচারিত হইল। এতদ্দারা ভারতবাসী এক ব্যক্তিরও জননী জন্মভূমির প্রতি স্নেহ ও মমতা সংবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারী দাস, এই গ্রন্থ সঙ্কলনে যথেষ্ট আয়াস এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।
১২৮৪।

প্রকাশক।



সূচীপত্র।





রাগিণী নট-বেহাগ।

তাল পোস্ত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা,
সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল কণ্ঠে খেলিত সুধা তরঙ্গ ;
সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
বীর রাগ মদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক রাগ, শ্রবণে শুনিনা।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।



জাতীয়-উদ্দীপনা।



সঙ্গীত।

ভারতে বাগ্বাণী আজ নীরব গম্ভীর!
হায় কি অদৃষ্ট দোষে সকলি অস্থির!
আর সে গম্ভীর স্বরে করি মুগ্ধ তিন পুরে
গায় না ভারতবাসী ভারত সংগীত।
বীণাযন্ত্রে পুরে তান সুখেতে ভাসায়ে প্রাণ
আর সে নারদ ঋষি গায় না ললিত।
অঘোর নিদ্রায় আজ সকলি নিদ্রিত!
এই কি পূর্ব্বের সেই ভারত ভবন?
এই কি সে আর্য্যজাতি—আর্য্যের নন্দন?
হায় সে পূর্ব্বের ভাব হলে হৃদে আবির্ভাব
বিষাদ-সাগরে মন, হয় রে মগন।
পরিতাপ তমোরাশি আবরে অম্বর আসি—
নিবিড় জলদ কোলে লুকায় তপন!

যেই আর্য্যপুত্র হাসি সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসি
করিত গম্ভীর স্বরে মোহিত ভুবন
এই কি আমরা সেই আর্য্যের নন্দন ?
এই কি সে হিমাচল—অচল ভূষণ ?—
যাহার শিখর দেশে অপ্সরী কিন্নরী এসে
মধুর মধুর গীতে মোহিত ভুবন।
এই কি সে হিমগিরি ভীষণ দর্শন ?
হায় রে সকলি আছে ভাগ্য দোষে পড়ে পাছে
কিন্তু সে সংগীত-রব নীরব এখন !
আর রে বাজে না বীণা মৃদঙ্গ তেমন !
সেই বিন্ধ্যাগিরি বেগে ভেদিয়া নবীন মেঘে
ঊর্দ্ধমুখে চুম্বিতেছে অনন্ত গগন ;
আজিও তুষার মাখি কাননে শরীর ঢাকি
আছে সে হিমাদ্রি উচ্চে ফিরায়ে নয়ন ;
পাষাণে পাষাণে অঙ্গে আছাড়ি আছাড়ি রঙ্গে
আজিও ধাবিছে গঙ্গা কল কল রবে।—
কিন্তু সেই পরীদলে নাহি আর কুতূহলে
মধুর সংগীতে করে বিমোহিত ভবে।—
নিদ্রিত জাগিয়া আজ সকলে নীরবে !
আছে সেই আর্য্যপুত্র—অযোধ্যা ভুবন—
আছে সেই হস্তিনাপুর—দণ্ডক কানন ;—
কিন্তু সে গম্ভীর স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে

সঙ্গীত।

দামামা দুন্দুভি ভেরী বাজে না ভীষণ।
কোদণ্ড টঙ্কার ঘন— হয় হস্তী গরজন
করে না বিদার আর অবনী গগন।
নীরব সমর শংখ নিদ্রায় মগন।
উৎসাহ সাহস জলে ভাসি আর্য্যপুত্রদলে
সমরে অসুরে আর করে না দলন।
কিরীট কৃপাণ বাণ বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ
কার্ম্মুক নারাচ আদি সমর ভূষণ।
না জানি পড়িয়া আছে কোথায় এখন!
নীরব গম্ভীর ভেরী ঘুমে অচেতন।
নীরব বীণার রব; নীরব বাজনা সব—
নীরব অভাগা এই ভারত নন্দন।
ভীমনাদে ঘোর গর্ব্বে কাঁপাইয়া জীব সর্ব্বে
প্রলয় অনল রাশি করি উদ্গীরণ।
ভীষণ আগ্নেয় গিরি নীরব যেমন—
সেই নৃত্য সেই গীত সে বাজনা সুললিত
তেমতি নীরব ভুলি ভারত নন্দন।
হায় মাগো কত আর শোক সিন্ধুজলে
রাখিবে ডুবায়ে আর্য্য সন্তান সকলে?
তেজ বীর্য্য বলহীন সকলে মা দিন দিন
ডুবাতেছে কীর্ত্তি যশঃ কলঙ্ক সাগরে।
কৃপাময়ি! কৃপা করে সাধি গো কাতর স্বরে

ভারতে প্রকাশ হও সেই মূর্ত্তি ধরে ?
নিজ তেজ করে দান আনন্দে ভাসাও প্রাণ
নাচাও আনন্দে পুনঃ ভারত নন্দনে।
পূরাও কামনা মাগো মিনতি চরণে।
আবার বাল্মীকি ঋষি একান্তে কান্তারে বসি
বিজয়-সংগীত গান,—ছুটাক গগনে।
শরাসনে জুড়ি শর ছাড়ি রব ভয়ঙ্কর
আবার সাজুন রাম রাক্ষস নিধনে॥
মহোল্লাসে ছাড়ি হয় আবার পাণ্ডবচয়
ছুটুক নির্ভয়ে জয় করিতে ভুবনে।
আবার সঙ্গিনী সঙ্গে রণ রঙ্গে সাজি রঙ্গে
আসুক সে বরাঙ্গিনী লোহিত আননে॥
আবার বাধুক রণ— আবার পাণ্ডবগণ—
আবার সাজুক রণে কুরুপুত্রগণে।
আবার সে ভীম স্বরে, কাঁপাইয়া চরাচরে
বাজুক দুন্দুভি ভেরী সমর অঙ্গনে।
আবার নিশ্বাস পুরে আবার গম্ভীর স্বরে
ভারত নন্দন গা (উ) ক ভারত কীর্ত্তনে।
আবার কাঁপায়ে ভবে নাচুক আনন্দে সবে—
হাসুক গৌরব রবি—আবার গগনে।
পলাক্ আলস্যরাশি ;— উৎসাহ সাহস আসি
হৌক্ আবির্ভূত হাসি হৃদয়-ভবনে।

জাগুক সকলে পুনঃ ত্যজি এ শয়নে।
আবার নৈমিষ বনে— আবার আনন্দ মনে
আনন্দ সংগীত গাক্ তপস্বী সকলে।
স্বর্ণ সরোজিনী দলে সাজাইয়া উরঃস্থলে
আবার আনন্দ সিন্ধু উঠুক উথলে॥
মধুর সংগীত-স্রোত মৃদু কলনাদে
মলয় মারুত সনে ভুলাইয়া ত্রিভুবনে
করুক সুধীরে গতি সাধি মন সাধে।
মাতি মৃদু মন্দ স্বরে আবার আনন্দ ভরে
উছলিত হোক্ আহা সন্তোষ সাগর।
শোক দুঃখ সমুদয় বিষম আলস্য হায়
ভুলিয়া হরিষ নীরে ভাসুক অন্তর।—
ভারত সন্তান শুন কর অহে যত্ন পুনঃ
জাগাইতে সে সংগীতে ভারতে আবার।
করে করি বীণাযন্ত্র যতনে পড়িয়া মন্ত্র
কর সে মধুর স্বরে মোহিত সংসার।
ঘুচুক নিবিড় নীল নীরদ আঁধার॥
কিন্তু যেন ব্রজবালা না গায় বসন্ত জ্বালা ;—
আধ আধ মৃদু মৃদু হাসি বিধুমুখে—
প্রেয়সী শরত শশী আসিয়া কৌতুকে—
যেন তব পাশে এসে বসে না চঞ্চল কেশে—
দোলাইয়া মুক্তামালা বিনোদ গলায়।

কজ্জলে নয়ন কাল ললাটে করিছে আলো
ঝলমলি মতিহার বিমল বিভায়।
চায় না বঙ্কিম যেন বাঁকায়ে গ্রীবায়॥
শশী শশী শশী বলে অমনি সোহাগে গলে
বসায়ে হৃদয়ে যেন ধরিয়া অঞ্চলে।
বিরহ বর্ণিয়া যেন না বর্ষ গরলে॥
—যাহাতে ভারত নিত্য ডুবিছে অতলে—
"ললিত লবঙ্গ লতা" নিকুঞ্জ কাননে
পিয়াকুল কলরব ভ্রমর গুঞ্জনে—
বসন্তে কান্তেরে পেয়ে বঙ্গবালা বীণা লয়ে
যায় না শুনিতে যেন সহচরী সনে।
বিনোদিনী পাগলিনী উন্মাদিনী সরোজিনী
আর যেন নাহি গায় ভারতে এক্ষণে।
প্রমীলা পদ্মিনী আজ বসুক আসনে।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

আৰ্য্যদর্শন। *

১

" আর্য্য ! "—আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর ! এনাম কেন ধ্বনিলে আবার,
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে হায় !
" সুশীতল জল " কাণে কেন কহ তার ?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার ?

২

" আর্য্য ! "—মোহান্ধ যুবক !
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখিছ স্বপন ;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম—সুদুর-স্মরণ ।
নিশ্চয় যুবক তুমি দেখিছ স্বপন ।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
অনন্ত সময় গর্ভে যেই নাম হায় !

---

* আর্য্যদর্শন নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইবার সময় এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল ।

অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,
দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায় ?

৪

ইতিহাস ?—অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্র-সূর্য্যবংশে, এই জোনাকি সঞ্চার !

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র—মহারণ,
হলো যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়,
একটি-ইংরাজ ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

৬

ছিল যেই—পুণ্য ভূমি ;
অনন্ত ঐশ্বর্য্যখনি,—প্রাচুর্য্য ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,

যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার;
তাঁহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল;
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার;
আমাদের অশ্রুজল, হংসপুচ্ছ—সার!
কি দোষে না জানি হায়!

৮

বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন;
ততোধিক পরাধীন;
আমাদের—হায়! কোন্ পাপের এফল?
করে ভিক্ষা পাত্র, কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।

৯

হায়! ওই—দীন হীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত সন্তান,
বসি শ্বেত পুচ্ছ করে,
স্বেদ সহ অশ্রু ঝরে;

কহিওনা তার কাণে এই আর্য্যনাম,
বিষাদ-সাগরে তার উঠিবে তুফান।

১০

সৃষ্টিকর্ত্তা!—বল নাথ!—
সর্ব্ব শক্তিবান তুমি তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবন যায়,
উঠিতে পড়িতে হায়!
এই ক্ষুদ্র বালি রাশি করিলে সৃজন?
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক অর্পণ?

১১

শুনেছি মঙ্গল ময়
তুমি নাথ! তুমি নাথ! দয়ার নিদান;
হতভাগ্য হিন্দুচয়,
সৃজি, ওহে দয়াময়!
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান?
দুর্ব্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান?

১২

বিদরে হৃদয় নাথ!
বল হায়! কি মঙ্গল করিলে সাধন?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি-কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?

এই গ্রাস-মুক্ত নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায়! সেই " আৰ্য্য " নাম,
আছিল জগত পূজ্য;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি সম,
সিন্ধু জিনি পরাক্রম,
আজি সে বাতাস ভরে করে টলমল,
আজি সেই—নাম ঐপদ্ম-পত্রে জল!

১৪

বৃথা তবে প্রিয়বর!
নাহি আৰ্য্য; কেন " আৰ্য্যদৰ্শন " এখন?
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই— হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে " আৰ্য্যদৰ্শন " এখন?

১৫

ওই আৰ্য্য ভস্ম রাশি!
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার!
জানিয়াছি দৃঢ় মতে,
পতিত-পাবনী হতে,
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার;
না পারিবে ভাগীরথী; তবে যদি আর—

১৬

আর কোন মহারথী,
বাজাইয়া পাঞ্চ জন্য, ধরি তরবার,
করি সিংহনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিনী,
আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্য বংশ জাগে পুনর্ব্বার।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত,
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগণ ;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি ;
দেখিবে নবীন "আর্য্যদর্শন" তখন ;
কি দেখিবে ? কত দিনে ?—সকলি স্বপন ;

নবীনচন্দ্র সেন



ভারতভূমি।



এই কি সে দেশ হায়!
পূজা দিত যার পায়
ভূমণ্ডল সমুদয়? এই কি সে দেশ?
এই কি ভারত আহা!
মর্ত্ত্যলোক মাঝে যাহা
অমরাবতীর তুল্য ধরিত সুবেশ!
কোথা সেই বুদ্ধি বল?
কোথা সে প্রতাপানল?
রাজ্ঞী ছিলে দাসী হ'লে কুপুত্র প্রসবি!
স্বর্ণ অলঙ্কার ভার,
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত যার,
ধূলায় এখন তাঁর লুটাইছে ছবি!
ধন মান, কুল গর্ব্ব,
সকলই হয়েছে খর্ব্ব;
বিজাতীর পদানত হয়েছে এখন;
অবনত মাথা আর,
শক্তি নাহি তুলিবার
কেবল নয়ননীরে ভাসিছে বদন।
অন্তর্গত তব কীর্ত্তি,
মলিন নলিন মূর্ত্তি,

বদনে বচন স্ফূর্ত্তি না হয় এখন।
হেরে তব দশা হায়!
দুঃখে বুক ফেটে যায়,
আগ্নেয়াদ্রি মত হয় অন্তর দাহন।
কেন হায় পদ্মাসন,
ভুলাতে ভুবন মন,
এহেন সুন্দর রূপ দিলেন তোমায়!
রুক্ষ গিরি মরু মুখী,
হলে তুমি হতে সুখী,
এড়াইতে অধীনতা-শৃঙ্খলের দায়।
অপূর্ব্ব রূপের ডালি
তোমার হইল গালি,
যবনাদি রিপুচিত্ত করিলে চঞ্চল।
পশ্চিম প্রদেশ হতে,
আসি তারা, নানামতে
বলেতে তোমারে দলি করিল বিকল।
সত্য বটে সুরূপসি,
এখনও মুখশশী,
একেবারে হয় নাই শোভা বিরহিত।
বাহিরে বিকৃতি শূন্য,
কিন্তু ঘোর অচৈতন্য,
ভিতরে হয়েছে যেন আলো তিরোহিত

সদ্যোমৃতা রামাসমা
মূর্ত্তি তব মনোরমা,
দেখিয়া দর্শক চিত্তে লাগে চমৎকার ;
কোমল কমল কান্তি,
দেখি মনে হয় ভ্রান্তি,
এখনো দেহেতে আছে জীবের সঞ্চার
পুত্র তব পদ্মাধিক
কিন্তু ইহাদিগে ধিক্
সবে দেখি অচল, অক্লতি অভাজন।
হেন শক্তি আছে কার,
হরে তব অন্ধকার ?
নির্জ্জীব শরীর পুনঃ করে সচেতন ?
অদ্যাপি সহস্র কর,
বিস্তারি সহস্র কর,
সুপক্ক করেন তব রসাল রসাল ;
নিশাভাগে নিশাকর,
যুড়াইতে কলেবর,
প্রসারেণ সুকোমল দীধিতীর জাল।
অদ্যাপি সে সুরেশ্বরী
মুক্তামালা রূপ ধরি,
বিরাজেন তব বক্ষে পূর্ব্বের মতন।
যাঁর কুলে পুরাকালে,

মহাবল মহীপালে,
যজ্ঞ করি অশ্বমুণ্ড করিত ছেদন।
পূর্ব্বমত কল কলে,
জল তার বেগে চলে,
মরকতে মণ্ডিত করিয়া দুই তীর।
অদ্যাপি সে হিমগিরি,
মস্তক উন্নত করি,
স্বর্গভেদী স্বীয় দর্প রাখিয়াছে স্থির।
প্রাকৃতিক শোভা যত,
সব আছে পূর্ব্বমত,
একমাত্র আর্য্য জাতি ঘৃণার আস্পদ ;
নত শিরে, অন্ধকারে,
থাকে সদা কদাচারে,
ভিখারী বিদেশী দ্বারে হারায়ে সম্পদ
বল বীর্য্যে জ্ঞানহীন
পরতন্ত্র পরাধীন,
একতা সভ্যতা শূন্য বিষণ্ণ মানস।
নব কীর্ত্তি থাক দূরে,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি নাহি স্মরে,
মন্ত্র প্রায় সমাচারে, বিজাতীয় বেশ।
মূর্খতা নিগড় পায়,
তাদের কি শোভা পায় ?

জ্ঞানসূর্য্য জনমিল যাহাদের কূলে।
দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে,
চিকিৎসা, সাহিত্য, শাস্ত্রে,
ছিল যারা সর্ব্বোপরি এমহীমণ্ডলে।
কোথা সে "কারিকা" কার?
সুবিখ্যাত মত যাঁর,
নির্গুণ পুরুষ আর সগুণা প্রকৃতি।
কোথা সেই অক্ষ পাদ?
করি যিনি 'ন্যায় বাদ'
জড়, জীব, ঈশ্বরের করিলা বিবৃতি।
কোথা হায় দ্বৈপায়ন?
এক ব্রহ্ম পরায়ণ,
দ্বৈত-বোধ ভ্রম নাশে যাঁহার প্রয়াস।
কোথা বুদ্ধ নির্ব্বিকার?
সর্ব্ব জীবে দয়া যাঁর,
নির্ব্বাণ-মুকতি প্রতি অটল-বিশ্বাস।
কোথা সেই আর্য্যভট্ট?
বিস্তীর্ণ আকাশ পট্ট,
হস্তামলকের প্রায় জ্ঞানে হত যাঁর।
দিবা নিশি দিন করে,
ধরা প্রদক্ষিণ করে,
এই বার্ত্তা যাঁহা হ'তে হইল প্রচার।

কোথায় ভাস্করাচার্য্য ?
গণিত যাঁহার কার্য্য,
লীলাবতী গ্রন্থ যাঁর বিখ্যাত ধরায়।
কোথায় চরক মুনি ?
জীবকের শিরোমণি ;
অস্ত্র চিকিৎসার গুরু সুশ্রুত কোথায় ?
কোথা সে অতুল বীর,
জিতেন্দ্রিয় রণে স্থির,
খাণ্ডব দাহনকারী তৃতীয় পাণ্ডব ?
কোথা রাজা চন্দ্রগুপ্ত,
গ্রীক গর্ব্ব করি লুপ্ত,
রক্ষা করিলেন যিনি দেশের গৌরব।
প্রতাপে জিনি আদিত্য,
কোথা সে বিক্রমাদিত্য ?
শক-বংশ ধ্বংশকারী তেজস্বী ভূপতি
অপর সে নামধারী,
সর্ব্বজন মনোহারী,
কোথা হায় ! নব রত্ন সভা অধিপতি।
কোথা সে সভার রবি,
কালিদাস মহাকবি ?
বিকাশে হৃদয় পদ্ম যঁ.হার প্রভাবে।
অভিজ্ঞান শকুন্তলে

কার নাহি চিত্তগলে ?
রঘুবংশে কে না হয় গদ গদ ভাবে ?
কোথা বা সে উজ্জয়িনী
অলকা নগরী জিনি
মেঘ দূতে শোভা যার রয়েছে চিত্রিত !
কোথা হ'তে বুধগণে
যাম্যোত্তর রেখাগণে,
জ্যোতিষ ও সাহিত্যের ধাম মনোনীত।
এবে সে মোক্ষদায়িকা
পুণ্য-পুরী অবন্তিকা,
সামান্যা পুরীর মত আছে সিপ্রা তটে।
পূর্ব্বকার গর্ব্ব তার,
হইয়াছে ছার খার।
আর কি সে মনোরমা সুষমা প্রকটে ?
কোথা পুষ্পপুর * হায় !
চিহ্ন নাহি পাওয়া যায় ;
" প্রিয়দর্শী " অশোকের লুপ্ত রাজাসন।
সুত যাঁর সুবিক্রম,
মহেন্দ্র মহেন্দ্রোপম !

* পুষ্পপুর, কুসুমপুর, এবং পাটলীপুত্র প্রাচীন পাটনার নাম। এক্ষণে উহা পাটনা বা আজিমাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বীপান্তরে বৌদ্ধমত করিল রোপণ
বিখ্যাত পাটলীপুত্র
আছে সুধু নাম মাত্র,
যবন নির্ম্মিত পুর " আজিম আবাদ " ।
নাহিক পূর্ব্বের ভাতি,
তথাপি পাটনা খ্যাতি ;
এখন পাটনা বলা সুধু মিথ্যাবাদ ।
হিন্দুদের অহঙ্কার,
সমস্তই ধূলি সার,
নাহি আর পূর্ব্বকার কোন রাজধানী
কান্যকুব্জ দেখি ভগ্ন,
হস্তিনা মৃত্তিকামগ্ন,
কৌশাম্বী নগরী হায় কোথায় না জানি
ইন্দ্রপ্রস্থ গৃহোপরি ;
সাহ জাহানের পুরী †
অপূর্ব্ব মাধুরী ধরে যমুনার ধারে ।
অযোধ্যা করিয়া নাশ,
ফৈজাবাদ সুপ্রকাশ ;
প্রয়াগ এলাহাবাদ যবনাধিকারে ।
* * * * * জ্ঞানাঙ্কুর ।

---

† নূতন দিল্লি ।

শবসাধন।

১

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,
কে নিবাবে বল, নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমান !

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ,
দেহ চাপাইয়া হিমাদ্রির ভার,
যাবে ভস্ম হয়ে তৃণের সমান।
দুঃখিনী কল্পনে ! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ,
নয়নের জলে জান না তাপিনী,
এ প্রচণ্ড শিখা হবে না বারণ।

৩

এই মহা অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তার ;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা !—
ভারত হৃদয় করহ বিদার ;
ভোগবতী গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী
অন্তস্তল হতে উঠিবে হুঙ্কারি,
নিবাবে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী,
যুড়াবে ভারত অমৃত সঞ্চারি।

৪

না পার—বসিয়া এ মহা-শ্মশানে,
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা মহাসুরা পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,
শ্মশান অনল গর্জ্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন।

৫

আর্য্য বীর্য্য-ভস্ম মাখি কলেবরে,
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
'ত্রাহি মে ভৈরবি'—ডাক উচ্চৈঃস্বরে

সাধ মহামন্ত্র—ভারত উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন্
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়? আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা মহাসুরা পান,
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—
'করালবদনা' নৃমুণ্ডমালিনী,
লেলিহান জীহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশানবাসিনী,
সৃক্ক-দ্বন্দ্ব গলদ্রুধির চর্চ্চিত।

৭

'মহামেঘপ্রভা! কর বরিষণ
মহা বারি ধারা জ্বলন্ত শ্মশানে;
ফলুক আবার সাধনার ধন
বীর রত্নরাশি এই আর্য্যস্থানে!
সদ্যচ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা দেও ফেলাইয়া,
খরশান খড়্গো মলিন রুধির,

সদ্য রক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া।

৮

'ঘোরারাবে মাতা ছাড়িয়া হুঙ্কার,
মহারৌদ্রীরূপে হও অধিষ্ঠান,
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত সন্তান।
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

'অভয়, বরদ,—অধ ঊর্দ্ধ কর,
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে,
দেহ মা অভয়, হায়! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে;
প্রচণ্ড অনলে কত কাল হায়!
জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ! তথাপি ধরায়
হতভাগ্য জাতি হলো না নিঃশেষ।

১০

'অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কত কাল সবে ভারত দুঃখিনী?

মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অর্দ্ধ মৃত, অর্দ্ধ দগ্ধ অভাগিনী!
তুমি মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি জীবন নিবুক শ্মশান;
কিম্বা চিতানল নিবাও সত্বর,
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান!

১১

'অচল ধমনী—উঠুক উছলি,
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন;
স্থির রক্ত স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবী'—উঠুক গর্জ্জন।'
ফলিয়াছে শব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা;
ভারত শ্মশানে আজি আরবার;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা।

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে শ্মশানে!
মহা বিষু দিনে মহাশক্তি ওই
নাচিছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জিছে সাধক 'মা ভৈ মা ভৈ'।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে;
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,

ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি—ভীমা দিগম্বরী।

১৩

বাজে জয়ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা,—কভু ধরা কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ-নর-রক্ত স্রাবে!
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড-মালা দুলিছে গলায়;
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায়।

১৪

ভারত সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজীহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত শ্মশানে শক্তি আরাধন।

নবীনচন্দ্র সেন।



উদাসীনের বিদায়।



১

এই না আর্য্যের সমাধি-মন্দির
কুরুক্ষেত্র, সেই মহা তীর্থস্থান,
কাল-রাহু আসি গ্রাসিল যথায়
ভারত-সৌভাগ্য তেজস্বী তপন ?

২

বসিব এখানে,—শৃগাল অধম
সিংহাসনে যদি পারে রে বসিতে ;
হৃদয়ে উঠায়ে স্মৃতির তরঙ্গ
বর্ত্তমান দুঃখ ডুবাব তাহায়।

৩

শত শত ফুল যে বনে শুকাল,
যে নভে মিশাল শত শত তারা,
সেই বন সেই আকাশ মানসে
কুসুম নক্ষত্র সহিতে আঁকিব।

৪

গোধুলির শেষে সাগর সীমায়
যে হৈম কিরণ আকাশ উজলি

ডুবিল ত্রেতায়, দেখি যদি হায়
সে কিরণ-রেখা পারি রে চিত্রিতে !

৫

কি ফল ফলিবে সে সব চিন্তায় !
ভারত এখন কুজ্ঝটিকাবৃত ;
মহামন্ত্রে ফণী নত-শিরা যথা
সোণার ভারত তেমতি এখন !

৬

শত শত বীর-শোণিতে আরক্ত
এই পূত রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
চলি যাব, সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বদেশের পানে চাহিব না ফিরে !

৭

স্নেহ-রসে গলি, সজল-নয়নে,
ফিরাতে যদ্যপি আসেন জননী,
কহিব তাঁহারে,—‘ কে তুমি আমার
অভাগিনি, ডাক পুত্র পুত্র বলে ?’

৮

‘ উদাসীন আমি ; গৃহে ফিরে যাও ;
মাতৃহীন আমি বহুদিন হতে ;
কুরু-ক্ষেত্র-রণে, পুত্র-শোকানলে
দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে দুঃখিনী ,’

৯

সহোদর যদি আসেন সাধিতে
কহিব তাঁহারে,—' ভ্রাতৃহীন আমি ;
যে যুদ্ধের শেষে জননী মরিল,
সেই যুদ্ধে মোরে ভিখারী করিল।'

১০

একমাত্র বীণা যতনে লইয়া
আঁধার নিশীথে অরণ্যে পশিব,
ধীরে ধীরে বীণা-তন্ত্র পরশিয়া
সংগীত-গভীর-সমুদ্রে ডুবিব।

১১

' ভারতের দশা এই কি হইল !'
শোক-ভয়-স্বরে গাইব যখন ;
গাবে প্রতিধ্বনি,—আকাশ-নন্দিনী
' ভারতের দশা এই কি হইল ! '

১২

ধীরে ধীরে কভু সুতান ধরিব,
অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইব কখন ;
ঝিঁ ঝিঁ তালে কভু কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব, বাহ্যিক জগত ভুলিয়া।

১৩

বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মর্ম্মরিবে খেদে,

বিসর্জ্জিবে তরু শোক-অশ্রুধারা ;
বিষাদে খদ্যোত আসিবে নিকটে,
সহসা বিহঙ্গ উঠিবে জাগিয়া।

১৪

ক্ষুদ্র তটিনীরে তীরে গিয়া কভু
তারকার মেলা সলিলে হেরিব ;
ভূত-রূপ-পটে ভারতের তারা
এই তারা দেখি, হইবে স্মরণ।

১৫

প্রভাতে যখন উদিবে তপন
পূর্ব্বাসার দ্বারে কিরণ ছুটিবে,
আনন্দে তখন বিহ্বল হইয়া
গাইব গম্ভীরে বীণা বাজাইয়া ;

১৬

'স্বাগত দিনেশ,—আঁধার বিনাশি !
স্বাগত ভারতে জগত জীবন !
এই কুজ্ঝটিকা দূর করি দেব !
মৃতপ্রায় মায়ে বাঁচাও স্বগুণে।

১৭

থাক্ অন্য কথা ; কুরুক্ষেত্রে যদি
নাহি ত্যজে থাক কঠিন পরাণ,
একবার তবে বীর-কুল-চূড়া

দেখাও, জননি! মৃত পুত্রগণে।

১৮

দেখাও এদাসে বিস্ফুলিঙ্গ সম
সপ্তরথী মাঝে অভিমন্যু রথী;
মত্ত ঐরাবত ভীম ভীমসেন;
বীরেন্দ্রকেশরী অর্জ্জুন বীরেরে;

১৯

ভীষ্ম মহাবীর ক্ষত্র-কুলরবি
যুধিষ্ঠির সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
দ্রোণ গুরু; শত কৌরব দুর্জ্জয়;
রাধেয় সমরে অটল পর্ব্বত।

২০

হায় বৃথা খেদ! বৃথা এ সাধনা!
বৃন্তহীন ফুল ফুটে কি কখন?
যে অনল কালে গিয়াছে নিভিয়া,
ফুৎকারে কি পুনঃ উঠিবে জ্বলিয়া?

২১

তবে কেন বৃথা করি কালক্ষয়?
আশার ছলনে প্রতারিত হই?
এ মনোবেদনা কে আর বুঝিবে।
এসংসারে হায় কে আছে আমার?

২২

বীরপ্রসবিনী ভারত-জননী
বিদায় দেহ মা জনমের তরে
তুমিও ভীষণ জ্বালি হুতাশন
এ দুঃখের দেহ দেহবিসর্জ্জন !

দীনেশচরণ বসু।

বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক।

১

পতঙ্গ উড়িতেছিল আপনার মনে,
ঈষৎ বাতাস ঘায়, ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা যায়,
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধাও গগনে !
নবীন পাখার জোরে, যেখানে সেখানে ফিরে,
বাধা নাই, কেহ তারে দেখেনা নয়নে।
নাহি জ্ঞান, নাহি ভয়, নাহি দুঃখ সুখোদয়,
নাহি হিতাহিত বোধ প্রাণের কারণে !
হঠাৎ দীপের শিখা দেখি, পুন দিল দেখা,
(সুন্দর সুখাদ্য আলো) ভাবি মনে মনে,
পড়িল পতঙ্গ ওই দীপের আগুনে !

২

দরিদ্র অবোধ ওই বাঙ্গালি সন্তান !
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায়, উড়ে অতি ধীর বায়
—ভূমে পড়ি মূর্চ্ছা যায় আবার অজ্ঞান—
উঠি ক্ষণকাল পরে, চাঁদ ধরিবার তরে
উঠিল আকাশ পরে, পতঙ্গ সমান
ভূলোকে আলোক দেখি নির্ব্বোধ অন্তরে সুখী !
জানেনা সুখের আলো অগ্নি দহে প্রাণ !
পড়িলে উহার মাঝে, আর কিরে রক্ষা আছে ?
তথাপি না মানে বাধা, হারাতে পরাণ !
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায় বাঙ্গালি সন্তান !

৩

দিল ঝাঁপ অনলেতে কে ধরে উহাকে ?
বিষম ঝটিকা ভরে শাখার পল্লব ছিঁড়ে
উড়ে যায়, কেবা তারে চক্ষু মেলি দেখে ?
বনের পল্লব হায় ! দেখিতে কে চাহে তায় ?
উড়ে যায় কোথা যায়, কে সুধায় কাকে ?
কে আর যতন করে, যায় তায় ধরিবারে—
যবে পত্র বারিধির মধ্যে ঊর্দ্ধ থেকে
সমীরের মৃদুতায়, তরঙ্গে ডুবিতে যায়,
শূন্য থেকে থেকে থেকে পড়ে অধোমুখে
নীল জলরাশি মধ্যে আবর্ত্তের পাকে ?

৪

বিধিরে! তিমিরে বঙ্গ ডুবাও আবার!
নির্ব্বাও জ্ঞানের বাতি, জ্বলন্ত বিজ্ঞান ভাতি
হৌক ম্লান! ধর্ম্মনীতি হৌক ছারখার!
হৌক অন্ধ! কেন আর তৃণ রাশি দহিবার
তরে অগ্নি আবিষ্কার কর পুনর্ব্বার?
অতল সাগর জলে, স্মৃতি ডুবাইয়া ফেলে?
যা শিখেছে, ভুলাও রে! কেন বা আবার
গণিত, বিজ্ঞান দেখে, কবি কাব্য ছাই লেখে,
কেন মানসিক চিন্তা? কি ফল তাহার?—
ইতিহাস তর্ক শাস্ত্র, কেবল দুঃখের অস্ত্র
কেবল বিবাদ পূর্ণ কেবল অসার!
দেখিলে ওসব হায়! দুখে বুক ফেটে যায়!
মনে পড়ে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের সন্তান!
উথলে অমনি হায়! দুঃখ পারাবার।

৫

ভাইরে! পড়ে কি মনে পূর্ব্বের গৌরব;—
বল, বীর্য্য, জ্ঞান, নীতি, বিচার বিতর্ক শক্তি,
তেজোপূর্ণ সৌম্যাকৃতি দেবতা-দুর্ল্লভ!
শক্রত্রাস—অস্থি চর্ম্ম, ভীমধনু লৌহ-বর্ম্ম—
বিজয় পতাকা, ধর্ম্ম, বীরত্ব, বৈভব!
সিংহ নাদ হুহুঙ্কার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, আর—

সত্যনিষ্ঠা! সহিষ্ণুতা কোথায় সে সব!
যত দেখ যত শিখ, সেরূপত হবেনাক,
তবে কেন কথা পুনঃ? হওরে নীরব!
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, তাই পুন উগারিয়ে,
আপনি আপনা ভুলে করিছে গৌরব।
আগুনে পুড়েনা আর তপস্যা করহ সার,
তপোবলে বহ্নি ক্রীড়া হইবে উৎসব;
তা হলে পেতেও পার পূর্ব্বের বৈভব;

ভুবনমোহিনী দেবী।

এই কি ভারত।

এই কি সে দেশ আহা এই কি সে দেশ!
সুন্দর নন্দনবন, সাহিত্যের খনি
কল্পনার রঙ্গভূমি বিনোদ ভাণ্ডার?
কবিতা নিকুঞ্জবনে দেবর্ষি যেখানে,
মাতিয়া গায়িতা গীত অনন্ত সুস্বরে
ত্রিতন্ত্রী নিস্বনসহ, মূর্ত্তিমতী হয়ে
ছত্রিশ রাগিণী যথা রাগ তানে মিলি
আনন্দে করিতা কেলী আপনা পাসরি,
পাসরি অলকাধাম অমর বাসনা,
কোথা সে অযোধ্যা আর্য্য গৌরবের ভূমি?

কবিগুরু বসি যার কুসুম কাননে,
কাব্য পারিজাত তরু রোপিলা কৌশলে!
যার পুষ্প অবচয়ি গাঁথি ক্ষুদ্রমালা,
মানব যশস্বী কত ভব রঙ্গভূমে!
হায় রে সে পঞ্চবটী সীতা পতিব্রতা,
হেন রাম গুননিধি অপূর্ব্ব রচনা!
এহেন করুণাচ্ছবি কে পারে চিত্রিতে?
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হিমাদ্রি তনয়া
কালিন্দীর কণ্ঠভূষা ইন্দ্রালয়াধিক?
গায়িতা জীমূতমন্দ্রে কবীন্দ্র যেখানে,
বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে!
কোথা ভীষ্ম, কোথা দ্রোণ, কোথা যুধিষ্ঠির
কোথা সেই দ্রৌপদী সতী, বিক্রমকেশরী
অভিমন্যু? কোথা সেই ভব মনোলোভা
সুন্দর বিরাটসভা!—যার চারু শোভা
কে পারে বর্ণিতে—কেহ পারে কি চিন্তিতে?
কল্পনা নহেরে যার সদা আজ্ঞাকারী!
নাই সেই উজ্জয়িনী; বিলুপ্ত আঁধারে
নবরত্ন, ভারতের কুন্তলভূষণ,
ভবের গৌরব; প্রাণ কাঁদেরে স্মরিতে!
নাই সে বসন্ত, নাই সেই পিকরাজ;
স্বভাবের ফুলবনে মনোরঙ্গে ভ্রমি

কে সিঞ্চিবে নবরস, অমৃত সিঞ্চনে ?
কে তুলিবে অতুলনা মধুর কাকলি
গভীর পাতালপুরে, সুদূর জলদে ?
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় কেরে কাঁদাবে জগতে !
আর কি বাজেরে আহা, শ্যামের বাঁশরী
নিভৃতে কদম্বমূলে, নিকুঞ্জ নিবাসে ?
নব কাদম্বের রবে যথা কুরঙ্গিণী,
নাচে কি সে স্বর শুনি ব্রজকুলাঙ্গনা ?
নাই সে শরৎ, নাই সে সুখের নিশি !
শশধর সহবাসে আর কি হাসিবে
কুমুদিনী, কালিন্দীর কম কলেবরে ?
নীরব মথুরা, দারা ! গোকুল লহরী
আর কি উঠিবে কভু ভারত ভবনে ?
আর কে গায়িবে, কত শত বর্ষ পরে
সে মধুর প্রেমগীত ? আর কি শুনিবে
সুষুপ্ত ভারতী তাহা স্মৃতির স্বপনে ?

*   *   *   *   *

আনন্দচন্দ্র মিত্র।



ভারতী।



শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন ?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলো থেলো চুল
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেনগো আজিকে এভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসনভূষণ
মলিনবদনে নাহিক বাণী!
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগণ ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
দেখ তবে মাতা দেখগো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান পারা!
ঘুমায়ে দেখিছে সুখে স্বপন

নরনারী সব চেতন হারা !
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
সে দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
গভীর আঁধার যে দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
তোমারও কি বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগণ ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা !
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না ?
অযুত অযুত ভারত নিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে জননি দেবতা লোকে।
তা যদি না হয় তা হলে ভারতী
তুলিয়া লওগো বিজয় ভেরী !
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি !
গাওগো হুতাশপূরিত গান

জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভা হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না?
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিও ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাওগো গান
হীনবল সেও হইবে সবল
মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর



আর্য্যসঙ্গীত

১

কিবা! গভীর রজনী হ'ল, জগত ঘুমায়ে গেল
নীরবে মৃদুল নৈশ সমীরণ বহিল ;
কিবা! কুঞ্জে কুঞ্জে নানা জাতি ফুটিল কুসুম পাঁতি,
কোমল সুরভি গন্ধে চতুর্দ্দিক মোহিল !

২

কিবা! কাঁপিল সরসী নীর, নব দুর্ব্বাদল-শির,
নব দল তরুশিরে ধীরে ধীরে নড়িল ;
কিবা! কোমল মালতিরাজি, ঘন কিশলয়ে সাজি
নব সহকার-শাখে মৃদু মৃদু দুলিল !

৩

কিবা! নীলানন্ত নভতলে, বেষ্টিত কৌমুদী দলে,
অমল সুধাংশু ওই সুধা হাসি হাসিল ;
কিবা! নীরব ধরণী কোলে, চল নীল সিন্ধুজলে,
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সর্ব্বে স্বর্ণধারা ভাসিল !

৪

কিবা! নীলাভ গগনোপরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
ধীরে ধীরে চ'লে, বুঝি শশধরে ঢাকিল ;

বুঝি,—চাঁদের কিরণ মাখা এ সংসার গেল ঢাকা,
সোণার ভারত গাঢ় মসীরাশি মাখিল।

৫

ক্রমে, শ্বেতাম্বুদ কাল হল, আলোক নিবায়ে গেল,
গগন সাগর মাঝে হৈম থাল ডুবিল;
ওই,—ডুবে হৈম পুষ্পমালা, ফুরাল ব্রজের খেলা,
আশামধুপের বাতি একেবারে নিবিল!

৬

আহা! নিবিড় তিমিররাশি, উজ্জ্বল সংসার গ্রাসি,
চকিতে স্নুবর্ণপুরি আঁধারিয়া ফেলিল!
দেখ,—চপলা চমকে ঘন, ঘন ঘোর গরজন,
ঘন ভীম বজ্র মন্ত্র অগ্নিফুল্কী খেলিল!

৭

একি? ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর,
উথলে গভীর সিন্ধু, হিমালয় টলিল।
পুনঃ,—ভীমদর্পে প্রভঞ্জন, আরম্ভিল ভীমরণ,
নীল ধারাধরে,—ধারা ঝর ঝর ঝরিল!

৮

সঙ্গে, অজস্র করকা ঝরে, মেঘে আস্ফালন করে,
ক্রমেই নিবিড় হয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ছাইল;
হায়! ক্রমেই দুর্য্যোগ বাড়ে জানি না কেমন করে,
রবে সৃষ্টি? বুঝি সৃষ্টি ছারখার হইল!

৯

বিধি! এ ঘোর দুর্যোগ হ'তে আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন? এবিপদ কত দিন রহিবে?
তুমি, জান—কত দিন পরে, ঘন জাল মুক্ত করে,
আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্ব মত উঠিবে?

১০

জান? এ ভীম দুর্য্যোগী ঘোর কাল রাত্রি হ'তে ভোর
কতক্ষণ? আমাদের দশায় কি হইবে?
দেখ, মুহুর্মুহু বজ্রপাত অসহ্য হয়েছে, নাথ!
দরিদ্র দুর্ব্বল দেহে আর কত সহিবে?

১১

হায়! সে কালে প্রভাত হলে পূরব গগন মূলে,
হেমাম্বুজ কিরীটিনী ঊষা মৃদু হাসিত;
আহা! বিধৌত ভারতাকাশে স্বাধীনতা হাসি হেসে,
রাগারক্তচ্ছটা ভানু আদরেতে ভাসিত!

১২

আহা; কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে, মকরন্দ অলিকুলে
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পিত, নিত, হরিত,
সেই,—পুষ্পবন কাঁপাইয়া, স্বাধীন স্বভাব নিয়া,
সুগন্ধি মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিত!

১৩

আহা! আর্য্যের উদ্যানে সুখে, উচ্চ সহকার শাখে

স্বাধীন দম্পতি পিক কুহু রব করিত !
সঙ্গে,—স্বাধীন পাপিয়াবধূ শ্রবণে ঢালিয়া মধু,
পিউ পিউ প্রিয়রবে মন প্রাণ হরিত !

১৪

আহা ! স্বাধীন আর্য্যেরা সুখে, বিভু-নাম লয়ে মুখে,
ভাগীরথী দুই তীর আলো করি বসিত !
কিবা, স্বাধীন গঙ্গার জল, আস্ফালি তরঙ্গদল,
কলকল শব্দে সিন্ধু সনে গিয়া মিলিত !

১৫

আহা ! স্বাধীন শিশুরা যত, সিংহের সন্তান মত
মত্ত-করি-শুণ্ড ধরি বীর-খেলা খেলিত ।
ভীম,—ধনুর্ব্বাণ তরবার করাল বল্লম আর
কুস্তিমাত্র খেলা ধুলা তেজোবীর্য্যে ভাসিত !

১৬

বন্ধু,—শতাব্দীর ব্যবধানে যুগের তরঙ্গ রণে
ডুবিয়াছে আর্য্য মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে ।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই কিরূপে প্রমাণ দেই ?
নাহি আর্য্য, নাহি বীর্য্য সমস্তই গিয়েছে !

১৭

আহা ! সমস্ত হয়েছে নাশ, ভারতের ইতিহাস
কি আছে ? গিয়াছে সব আর্য্যদের সনেতে,
এবে,—সে যুগের কথা সব, সমস্তই অনুভব

অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে ?

১৮

সেই,—যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে ; কারে কথা সুধাই ? কে বলিবে ?
আহা ! স্বাধীন ভারতে যবে বিজয়-পতাকা শোভে
কে তখন দেখেছিল এবে সাক্ষী হইবে !

১৯

দেখ, এই পুণ্য ভূমি পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে
বহিছে জাহ্নবীস্রোত বহু কাল হইতে ;
বুঝি,—দেখিয়াছে ভাগীরথী আর্য্যবংশে মহারথী,
স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয়ধ্বজ উড়িতে !

২০

আমি,—যাই জাহ্নবীর তীরে কাঁদিয়া জিজ্ঞাসি তাঁরে
" এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত সোণার সংসার ?
হায় ! আমরা কি বীর্য্যবান সেই বংশে কুসন্তান ?
বল মা, সংশয় দূর কর মা আমার। "

২১

বলিতে বলিতে কথা যুবক চলিল তথা,
যথা বহে ধীরে ধীরে বিস্তৃত সৈকত পরে,
নিস্তেজ তরঙ্গ মাথে জাহ্নবীর স্রোত !
যথায় বিমল জলে সুখে শ্বেত পক্ষ তুলে
উড়ে ক্ষুদ্র শত শত ভারতীয় পোত।

২২

গিয়া জাহ্নবীর তীরে দেখি যুবা জাহ্নবীরে
অমনি বিষাদ হ্রদে হল নিমগন।
দুঃখ উৎস উথলিল হৃদয় ভাসায়ে দিল,
পড়িল চক্ষেতে জল তিতিল কপোল তল,
কাঁদিল নীরবে, পরে, বলিল বচন—

২৩

"একি মা ? কিসের তরে কাঙ্গালিনী মত পড়ে
রয়েছ সৈকত ভূমে নির্জ্জীবে, অথবা ঘুমে,
জানি না ; কি লাগি এবে এ দশা তোমার ?
অন্তিম লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলিত,
তবে কি ত্যজিবে তুমি এদুস্থ সংসার ?

২৪

কেন মা ! কি দোষ পেয়ে আমাদিগে তেয়াগিয়ে,
তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হৃদয় ?
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে পুণ্য ভূমি শূন্য করে
তুমি যদি যাও চলে, অন্তিমে কে লয়ে কোলে
অভাগা সন্তানদিগে দেবে মা অভয় ?

২৫

বুঝেছি, ভারত এবে দুর্দ্দশা সাগরে ডোবে,
তাই বুঝি ধীরে ধীরে আপন মঙ্গল তরে
ত্যাজ্য করি আর্য্যাবর্ত্ত করিছ প্রস্থান !

স্নেহের এ রীতি নয়, হলে পরে দুঃসময়
অনুকূল হতে হয় এই সে বিধান !

২৬

নিতান্ত যদ্যপি যাবে ক্ষণ তিষ্ঠ ; শুন তবে
বহুকাল হতে তুমি উজ্জ্বলিয়া আর্য্যভূমি
প্রবাহিত হইতেছ, দেখেছ সকল ;
প্রাচীন আর্য্যেরা যত তব নীরে হয়ে পূত
তব তীরে প্রতিদিন জ্বালিয়া অনল—

২৭

যাগ-যজ্ঞ উপাসনা, সন্ধ্যাহ্নিক দেবার্চ্চনা,
করি নিত্য বিধি মতে তোমার বিমল স্রোতে
ভাসাত চন্দনে চর্চ্চি অর্ঘ্য বিল্বদল।
পবিত্র অন্তরে ধীরে কোমল মধুর স্বরে,
বেদপাঠ করিতেন আর্য্যেরা সকল।

২৮

পরিণামে এই তীরে ত্যজি বীর কলেবরে
ব্রহ্মাণ্ডের সুখ-স্থান নন্দন সৌরভ মান
ত্রিদিব সুবর্ণ ধামে গেছে আর্য্যগণ
এই তীরে চিতাগ্নিতে আর্য্য দেহ ভস্ম হতে
পতিত পাবনী ! তুমি দেখেছ তখন।

২৯

সে কালের কথা যত আছ তুমি অবগত

তাই আমি মা তোমারে শুধাই বিনয় করে,
বল আর্য্য-বিবরণ শুনি সবিশেষ।
দেবতুল্য তেজোবান আর্য্য বংশে কুসন্তান
কেন মোরা? কোন্ পাপে পাই এত ক্লেশ?

৩০

হায়! মোরা কোন্ পাপে কিম্বা কোন্ অভিশাপে
তেজোবীর্য্য হারাইয়ে পরাধীন হীন হয়ে
দাসত্ব-শৃঙ্খল কণ্ঠে পরেছি না জানি!
কোন্ কর্ম্মফলে হায়! দাসত্বও মিলা দায়?
পথের কাঙ্গালি হয়ে ফিরি গো জননি!"

৩১

যুবক নীরব হ'ল তরঙ্গিনী উথলিল
কাঁপিল সৈকত তীর মর্ম্মরিল তরু-শির
টলিল মেদিনী যেন টল টল করি!
বহিল শ্বসনে ঘন মলয় সুসমীরণ
সুগন্ধি কুসুম স্নিগ্ধ সৌরভ আহরি!

৩২

স্বর্গীয় সমীরে ভাসি নন্দন সৌরভ রাশি,
চৌদিক বিধৌত করি মোহিল ভুবন
তালে তালে সুসিঞ্জিনী, মধুর মৃদঙ্গধ্বনি,
বীণার নিক্কণ-বেণু, বাজে বাজে রুনু ঝুনু!
দুন্দুভি শঙ্খের ধ্বনি হইল তখন।

৩৩

বিমল প্রবাহ পরে মেঘ ঢল ঢল করে !
অচল চপলা মালা ভাসিল তাহায় !
চল তরঙ্গের শিরে কাঞ্চন নলিনী পরে
কাঞ্চন প্রতিমা খানি, বিশ্ব কুশলিনী ধনী
—ভীষ্মের জননী সুরধুনী শোভা পায় !

৩৪

কোমল বাঁশরী তানে স্বর্গীয় অপূর্ব্ব গানে
ভাসিল আকাশ মার্গ ভাসিল জগত।
ভাগীরথী ধীরে ধীরে বলিলেন যুবকেরে
" বৎস ! জিজ্ঞাসিলে যত আছি আমি অবগত,
দেখিয়াছি তব আর্য্য আর্য্যের সম্পদ !

৩৫

" এই আর্য্যাবর্ত্ত পরে, আছি বহুকাল ধরে
কিন্তু—বাছা ! এবে আর বাঁচি না জীবনে !
হয়েছি নির্জ্জীব প্রায় শুদ্ধ মমতার দায়,—
পড়ে আছি আর্য্যাবর্ত্তে শক্তিমাত্র নাহি গাত্রে,
হয়েছি অচল, অন্ধ হয়েছি নয়নে !

৩৬

" শৈল সম্রাটের মেয়ে, শিব মম্মোহিনী হয়ে,
ত্রিলোক বিজয়ী বীর ভীষ্ম শাস্ত্রার্ণব ধীর—

কুমার যাহার, তারে দেখ বাছা ধন
(বৃটীশ বাসীরা আসি সজোরে সম্মান নাশি
হৃদে দিয়ে লৌহ স্তম্ভ করেছে বন্ধন !)

৩৭

" বিষম বন্ধনে হায় ! প্রাণ ছাড় ছাড় প্রায়,
কণ্ঠরোধ হইয়াছে হৃদয় শুকায়ে গেছে
তবে যে কহিছি কথা না কহিলে নয় !
আর্য্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ
অতএব যাও বাছা যথা ! হিমালয়

৩৮

" বিনয়ে জিজ্ঞাস তাঁরে বলিবেন সবিস্তারে,
অনন্ত কালের কথা আছে তাঁর মনে গাঁথা
অক্ষয় গিরীন্দ্র, বাছা দেখেছে সকল !
কাল সিন্ধু কতকাল ? আছেন অনন্তকাল,
অনন্ত যুগান্ত হ'ল তবুও অটল !

৩৯

" অক্ষয় অক্ষুণ্ণ তনু গেল হোল কত মনু
রয়েছে যেমন তাই প্রকাণ্ড ভূধর !
নৈসর্গিক কোটী শত বিপ্লব ঘটিল, কত—
মরু নদী হয়ে গেল, সাগর সে মরু হোল
নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর ।

৪০

"অতল বারিধি মাঝে রাজ অট্টালিকা সাজে,
রাজার ভবন স্থানে হয়েছে সাগর!
মোর মত কত শত তরঙ্গিণী হোল গত
বসি উচ্চ সিংহাসনে দেখিছেন্ হৃষ্টমনে
চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি, গিরি অনশ্বর।"

৪১

নিবিল বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ প্রবাহে ডুবিল সতী,
ভারত সন্তান-দ্রুত চলিল তখন!
গগন কিরীট, শিরে তুষার কুসুম থরে
শোভে, যথা মহাকায় গিরি শ্বেতাম্বর প্রায়—
পাদপ-কুন্তলা ধরা করি আলিঙ্গন!

৪২

হিমালয় সন্নিধানে উত্তরিয়া কত দিনে
অনন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারত সন্তান!
অমল নির্ঝর তীরে শ্রম ক্লান্ত কলেবরে
বিষাদ তাপিত মনে দীন হীন ক্ষীণ প্রাণে
বসিল কাতরে, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ।

৪৩

তিষ্ঠি ক্ষণকাল, পরে অপূর্ব্ব প্রকৃতি হেরে
ডুবিল হৃদয় তার শ্রম হেতু দুঃখভার
লঘু হ'ল যুড়াইল সে দগ্ধ জীবন।

অপূর্ব্ব আহ্লাদ ভরে কহে গদ গদ স্বরে
" কি দেখিনু, হেন শোভা দেখিনি কখন। "

৪৪

" নিশ্চয় জেনেছি আমি সোনার ভারত ভূমি
বিধাতার প্রিয় স্থান অপূর্ব্ব সদন!
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যেখানে যেশোভা আছে
বিধি বুঝি নিজ করে, বহু শ্রম যত্ন কোরে—
আনি এই স্থানে সব করেছে রক্ষণ!

৪৫

" অক্ষয় অনন্ত ধারে ঐশ্বর্য্যের সীমা কিরে?
লুণ্ঠক অনন্ত কাল লুঠিলে এ ধন—
তবুও না শেষ হবে দস্যু যে সে দস্যু রবে
হবে অপবাদে ক্লেশ তৃপ্তির না হবে শেষ
নিশার বৈভব,উ যা, হইবে যখন—

৪৬

" তখন যে তুমি আমি,—তোমাপেক্ষা ভাল আমি,
দস্যু সাধু স্বভাবের বিভিন্ন কল্পনা,
অবশ্য যে বিজ্ঞ হবে যাহার প্রতিভা রবে
কি স্বদেশী, ভিন্নদেশী, সকলে স্বস্থানে বসি
করিবে নিশ্চয় তবে (তুমি করিবে না!)

৪৭

" দস্যুর স্বভাব যার জন্ম জন্ম রক্ষ তার,

সাধু যে সে তাই র'ক স'ক চিরদিন।
চির স্থির কিছু নয় এলো হ'ল কত ক্ষয়
পুররবা সে মান্ধাতা তাহারাই গেল কোথা!
ইহাত সামান্য কথা হীনাপেক্ষা হীন ,,।

৪৮

এতেক বলিয়া, পরে কহিল গম্ভীর স্বরে
হে পিতঃ! অনন্তনীল গগণ কিরীটি!
তুষার কুসুম সাজে রৌপ্য বর্ম্মে তনু রাজে
আচ্ছাদি আদরে ধীর সুদীর্ঘ বিশাল শির
অম্বর ভেদিয়া দর্পে করিছে ভ্রূকুটী!

৪৯

রয়েছ ভারত বক্ষে ভারত কুশল
অক্ষয় অশান্ত কায়, দিন কাল যুগ যায়,
সৃষ্টির প্রথম থেকে দেখিছ সকল।

৫০

অনন্ত সময় সিন্ধু কাঁপি কতবার
তুমুল তরঙ্গ ঘায় ভারত বিপ্লব তায়!
অটল অক্ষুণ্ণ কিন্তু শরীর তোমার!

৫১

প্রত্যেক দিনের কথা আছে তব মনে।
ভারতের পুরাবৃত্ত সব অনুমান তত্ত্ব
সাহিত্যবিদের কথা মানিব কেমনে?

৫২

কেমনে মানিব আমি ভাষার প্রমাণ ?
ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি,
শর্ম্মোপাধি ধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান—

৫৩

—আর, দেশান্তরবর্ত্তী রাই নদী তীরে,—
শ্মশ্রুধারী শ্বেত কায়, দুয়ে এক সম্প্রদায়,
এক আর্য্যবংশ কবে ছিল যুগান্তরে ?

৫৪

জান কিছু ? মহাকায় ! সুধাই তোমারে
আরো কত কথা আছে সুধাতে তোমার কাছে
আসিয়াছি পিতঃ ! তবে শুন ধীরে ধীরে।

৫৫

কে আমি ? আমি কি সেই আর্য্য বংশধর ?
প্রবল প্রতাপে যারা শেসেছিল সসাগরা
ধরার ভিতরে যারা মহা ধনুর্দ্ধর !
যাহাদের পরাক্রমে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যমে
আঁটিত না সম্মুখেতে হইলে সমর !
যার ঘোর সিংহনাদে যার বিহরিত পদে
মেদিনী কম্পিত হত টলিত ভূধর
যার ভীম তরবারে যার বল্লমের ধারে
কোথা র'ত রা'ইফল ! চূর্ণিত পাথর

যাদের প্রচণ্ড বাণে যাহাদের ধনুর্গুণে
বজ্রমন্ত্র মুহুর্মুহুঃ হতো ভয়ঙ্কর।
কামান সে ভস্মাকারে কোথায় যাইতে উড়ে!
আরক্ত আগ্নেয় গোলা যেই বৃকোদর
খাদ্য ভাবে চিবাইত বদন ব্যাদনে শত
গিলিত উখারে দিত সমরে অমর
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?

৫৬

কে আমি? আমি কি সেই আর্য্য বংশধর?
বাসব দানব সনে অতুল তুমুল রণে
হারি বৈজয়ন্ত ছাড়ি মর্ত্তে অধিষ্ঠান—
হইয়া যাঁদের স্থানে শশঙ্কে কম্পিত প্রাণে,
আশ্রয় লইয়া তবে রেখেছে সম্মান!
অতুল বৈভবে যার গ্রীক রোম কোন্ ছার?
কুবেরে আনিলে সুখে হত অপমান!
যাঁহাদের জ্ঞান নীতি বিচার মীমাংসা রীতি
ক্ষিতি তলে একদিন আছিল প্রধান!
আছিল জগত পূজ্য আহা! সেই চন্দ্র সূর্য্য—
—বংশ অবতংশ আর্য্য! আর্য্যাবর্ত্ত স্থান—
বাণিজ্য শিল্পের তরে, প্রসিদ্ধ পৃথিবী'পরে,
কীর্ত্তিতে ত্রিদিবাপেক্ষা যাহার সম্মান!
ধর্ম্মভীরু বদান্যতা সত্যনিষ্ঠ নিস্বার্থতা,

জগতে ছিলনা যেই আর্য্যের সমান
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?

৫৭

পিতঃ হিমালয়!

তাই যদি হব মোরা তবে কি কারণ
হীন বলে, হীন আশে জীর্ণবাসে রুক্ষকেশে
ছাড়িয়া বীরের বুলি স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষাঝুলি
জঠর অনলে পুড়ি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কার
রাখি কোনরূপে এই দুর্ব্বহ জীবন?
ভিক্ষাও মিলে না, ভাগ্যে ঘটে না মরণ?

৫৮

ভিকারীর দ্বারে—

মুষ্টি ভিক্ষা করাপেক্ষা মরণ মঙ্গল!
মানবহৃদয় যবে দুর্দ্দশা সাগরে ডুবে
হিতাহিত-বোধ-শক্তি নির্ম্মল প্রতিভা জ্যোতিঃ
সকলই তখন তার হয়ে যায় ছারখার
সুন্দর হৃদয় যন্ত্র মলিন বিকল—
হয় তার ভাল মন্দ সমান সকল!

৫৯

আমাদের তাই!

কি করিব কি হইবে কিসে এ দুর্দ্দশা
যাবে, তাকে চিন্তা করে? উদর পোষণ তরে

বিব্রত হইয়া সবে, দেহি দেহি দেহি রবে
দাসত্ব-শৃঙ্খল পায়, ইচ্ছায় পরিতে যায়
অনেকে তাতেই করে পৌরুষের আশা
ভাবে না মুহূর্ত্ত জন্য আপনার দশা !

৬০

যাহা হক্‌ পিতঃ !
সৃষ্টি হতে আছ তুমি ভারত-হৃদয়ে!
উন্নত ধবল শিরে অনন্ত গম্ভীর ধীরে
বিশাল, তেজস্বী নেত্রে দেখেছ এ পুণ্যক্ষেত্রে
দেখিছ ভারতিগণে বল দেখি মম স্থানে
চন্দ্র সূর্য্য বংশ কোথা গিয়েছে নিবিয়ে ?
কোথা আর্য্য ভস্মরাশি গেছে ধৌত হয়ে ?

৬১

দেখেছ কি তুমি ?
স্বচ্ছ সরযূর তীরে তপোবন মাঝে
সুরভি মধ্যাহ্ন কালে ঘনদল তরু মূলে ;
স্নিগ্ধগন্ধী সমীরণ ঝুরুঝুরু অনুক্ষণ
বহিলে, কোকিলা সুখে ঘন পত্র মধ্য থেকে
ছাড়িলে পীযূষ কণ্ঠে বনস্থলী মাঝে
উথলিলে সুধা উৎস ! মহীরুহ রাজে

৬২

কানন-বল্লরি !

কোমল কুসুম সাজে মৃদু সমীরণে
দুলিলে মৃদুল ধীরে, দিব্য কুশাসন'পরে
বসিয়া অগাধ সুখে কল্পনার চিত্র লিখে
গভীর নিবিষ্ট মনে বিজন কানন স্থানে
সে বৃদ্ধ বাল্মীকি যবে পবিত্র জীবনে ?
সে যুগের কথা পিতঃ আছে তব মনে ?

৬৩

দেখেছ কি তুমি ?

পর্ণ কুটীরের মাঝে জ্বলন্ত অনল
প্রচণ্ড তেজস্বী ব্যাসে জীর্ণ তৃণাসনে বসে
ডুবি উদ্বোধিনী ভাবে সুরুচি কল্পনার্ণবে
অনন্ত গম্ভীর সুরে গগন বিদীর্ণ করে
অনন্ত রতন গর্ভ সাগর কল্লোল—
(ভারত) সঙ্গীত-স্রোত পবিত্র নির্ম্মল !—

৬৪

ছুটাইতে ? পিতঃ !

দেখেছ কি তুমি সেই প্রতিভা জলধি,—
আশ্রম-অরণ্যচারী ফল কন্দ মুলাহারী
গম্ভীর গৌতম মূর্ত্তি ? যাঁর অনশ্বর কীর্ত্তি
দর্শন মীমাংসা কাণ্ড অসীম অমিয় ভাণ্ড

যাহার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট বলি অদ্যাবধি
ইউরোপ আসিয়ার ভক্ষিছে প্রসাদি!

৬৫

দেখেছ কি তুমি ?
প্রচণ্ড তেজস্বী সেই মনু মুনিরাজে ?
অগাধ ধীশক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ডকে করতলে
করেছিল যেই জন ব্যবস্থায় বিচক্ষণ
যার সম হয়নাই হবে যে সে আশা নাই
তবু জীর্ণ পত্রাহারে বন ক্ষেত্র মাঝে
স্বর্গীয় সুখেতে ছিল বল্কলের সাজে!

৬৬

দেখেছ কি তুমি
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি আর্য্য গুণনিধি ?
ভীষণ তেজেতে যারা উজ্জ্বল করিয়া ধরা
স্বর্গ সুখ পরিহরি হইয়া অরণ্যচারী
মরুময় চরাচরে কাটি কীর্ত্তি পারাবারে
ব্রহ্মেতে হয়েছে লয় তুচ্ছি দেবোপাধি
দেখেছ কি সে সবারে শৈলেশ গুণধি ?

৬৭

দেখেছ কি তুমি
ভারতীয় কালিদাসে ভাব মুগ্ধ চিতে
বসি নব মেঘাসনে আশ্রম কুটীরে, বনে

পর্ব্বতে, নির্ঝর কূলে   পল্লবিত তরু মূলে
স্বচ্ছ সরোবর ধারে   প্রান্তরে তটিনী তীরে
মানব হৃদয় যন্ত্রে সঙ্গীত শুনিতে ?
কোমল প্রকৃতি কান্তি যতনে চিত্রিতে ?

৬৮

কণ্বের আশ্রমে
দুষ্মন্তের প্রেম মুগ্ধা সরলা কামিনী
নিদাঘ প্রদোষ কালে   কুঞ্জ ক্ষেত্রে আলবালে
সিঞ্চিতে সলিল রাশি   নীলোৎপল চক্ষে আসি
মৃদু গন্ধবহ ভরে   কুসুম পরাগ উরে,
প্রবেশে অধীরা শকুন্তলা তপস্বিনী !
কোমল ফুৎকার দিয়া দুষ্মন্ত তখনি—

৬৯

সে যন্ত্রণা হতে
অব্যাহতি দিয়াছিল সাক্ষী কালিদাস !
দেখেছ কি কালিদাসে ? যাহার প্রভূত যশে
অনন্ত সাগর নীরে   দীর্ঘ প্রতিধ্বনি করে
ইউরোপ পূর্ণ করি   মোহিল ইংলণ্ড পুরি
মোহিল ভাবুকচিত্ত পবিত্র আবাস।
সংস্কৃত রত্নগর্ভ—তাতেই প্রকাশ !

*   *   *   *   *

ভুবনমোহিনী দেবী।

কুকবি।

১

ত্বরা কাড়ি লহ বীণা, হে দেবি ভারতী!
কুকবির কর হতে, এ মম মিনতি।
মম নিবেদন শু'নে,
অয়ি দেবি! মন্ত্র গুণে
কুবংশীর রন্ধ্র তার দেও বন্ধ ক'রে;
সহে না কুগীত আর শ্রবণ কুহরে।

২

মানসসরসে মাতঃ! ফুটে না কি আর,
সরস কমল কলি, সৌরভ-আধার?—
সে সৌরভ শিরে ক'রে,
সমীরণ ঘরে ঘরে
ভ্রমে না কি আর এবে, পূর্ব্বের মতন?
ভাসে না মরাল সরে আর কি তেমন?

৩

অনন্ত আকাশপটে, দেব কন্যাগণ
ক্রীড়াকালে করে যেই পুষ্প বিকীরণ,
যে দেবকুসুম দলে,
মানবে নক্ষত্র বলে;

সে তারকাদল নিশানাথে সাথে ক'রে,
ফুটে না কি আর এ বিমান সরোবরে ?

৪

সৌদামিনী ঘনকোলে নাহি কিগো হাসে ?
চাঁদের চাঁদনি যথা নীল জলে ভাসে।
শুনি জলধর ধ্বনি,
আনন্দে শিখী আপনি
নাচে না কি তরুশাখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া ?
সুবঙ্গে এ রঙ্গ কি গো, গেল ফুরাইয়া ?

৫

দিনান্তে অরুণ যবে যান অস্তাচলে,
ছড়াইয়া স্বর্ণরাজি সাগরের জলে—
তা লয়ে তরঙ্গ দলে
খেলিত যে কত ছলে ;
সাগরের তরঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ কি এবার ?
নীল জলে ভানুরশ্মী ভাসে না কি আর ?

৬

আর্য্যজাতি বীর্য্যহীন হইল যখন,
রজত-কীরিট ত্যজি হিমাদ্রি তখন,
যবনের অগ্নিবাণে,
পাছে শিরোদেশে হানে ;
অনন্ত তুষারে শির আবরিল তাই ?

হিমাদ্রির শির-শোভা আর কিগো নাই ?

৭

অক্ষয় ভাণ্ডার তব, হে প্রকৃতি সতি ;
অনন্ত যৌবনা তুমি, চিররূপবতী ;—
যে বলে এ সব ধন
ভারতে নাহি এখন
থাকিতে নয়ন অন্ধ, হায় ! সে দুর্ম্মতি ।
ভারতে লাবণ্যপূর্ণ অনন্ত প্রকৃতি !

৮

থাকিতে এ সব ধন ভারতভাণ্ডারে,
কুকবি কুগীতে কেন জ্বালায় আমারে ?
বঙ্গ-কবি ধরি তান,
আদি রসে থাবি খান,
আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া সাধন,
বঙ্গ সমাজের করে মরম পীড়ন ।

৯

ভারতে বীরত্ব নাই,—কিন্তু আগে ছিল—
আর্য্যবীর বীর্য্যে ধরা একদা কাঁপিল ;—
গাও ভাই, গাও সবে,
গাও সুমধুর রবে ;
নির্ব্বীর্য্য ভারতে বীর্য্য কররে সঞ্চার,
বীররসে হিন্দুহিয়া জাগুক আবার ।

১০

না যদি সে গুণ থাকে, তবে বঙ্গ-কবি
যতনে আঁক গো, বোসে প্রকৃতির ছবি ;
ভূধরে, সাগর জলে,
মরুভূমে, বন স্থলে
ফিরি ফিরি, ঘুরি ঘুরি, যে কিছু দেখিবে,
অবিকল সেইরূপ ছবিটি আঁকিবে।

১১

কিম্বা সেবি কায়মনে কল্পনা দেবীরে,
খুলি দেহ নিরয়ের দ্বার ধীরে ধীরে ;—
কেমনে পাতকি দলে,
নরক অনলে জ্বলে,
দেখাও মানবে, যাহা দেখেনি নয়ন,—
দেখাইলা কবি গুরু মিল্টন যেমন।

১২

বঙ্গের মঙ্গল যদি করহ কামনা,
এ দীনের নিবেদনে অবজ্ঞা ক'রো না।
জয়দেব বিদ্যাপতি,
আদি বঙ্গ কবিপতি
আদি রসে মজাইলা বাঙ্গালির মন,
মজায়োনা আর পুন নব কবিগণ।

হারণচন্দ্র রাহা।

কবির প্রতিজ্ঞা



করিনু প্রতিজ্ঞা মনে আজি সত্য আরাধনে
ডরি না কাহারে চিত্তে; অভয়া ভাবিয়া
এ ঘোর মনের দ্বার দিব রে খুলিয়া!
কি যাতনা দিবি মোরে? যাতনা, কে ডরে তোরে!
আশীবিষ বিষে যার দেহের নির্ম্মাণ,
কি জ্বালা দংশিলে অহি তাহারে অজ্ঞান?
তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকায় অথবা বিঁধিবে কায়—
বিঁধুক বিঁধিতে দাও—হাসিরে তাহায়।
পোড়াইবে ভুবানলে, অথবা ডুবাবে জলে,
অসির প্রহারে কিংবা কাটিবে আমায়।
কাটুক, কাটিতে দাও? রাখিব বজায়
করেছি প্রতিজ্ঞা যবে এ প্রতিজ্ঞা মম।
লেখনী করিবে ধ্বংস আলস্য বিক্রম॥
সাধিব ভবের সাধ সাধুক যে সাধে বা
দংশুক হৃদয়ে বসে ফণী অনিবার।
অনল অচল বক্ষ ফাটিবে না আর॥
শিরার শিরায় আসি ছুটুক গরল রাশি

সে ত আমি ভালবাসি। আশ্বাসি আশ্বাসে
ভারত সংগীত কিন্তু গাইব উল্লাসে।
গাইব নির্ভয় মনে— চেতাইব ত্রিভুবনে
জাগরে উৎসাহে—যত ভারত সন্তান।
আর কেন নিদ্রা যাও হইয়া অজ্ঞান॥
হতাশা, নিরাশা, আর দেখাবি কি বল?
অভাগা ভারত পুত্রে হতাশা সম্বল।
তোরে রে সেবিয়া আজ সাধিব আপন কাজ
তোর (ই) আরাধনা আজ প্রতিজ্ঞা আমার।
করিব গরল যোগে গরল সংহার॥
মরণ আশ্চর্য্য নয় মরিবে সকলে!
মরিব দেখিয়া কিন্তু ফলে কি না ফলে;
আজ আরাধনা বলে এই ঘোর মরুস্থলে
জীবন বাসনা বৃক্ষে বাঞ্ছিত রতন।
মাতি মৃদু কল নাদে সাধিয়া মনের সাধে
ধায় কি না ধায় নদী বিমোহি ভুবন!
মরিব মরণ বটে মঙ্গল তখন।
ভ্রমিব আঁধারে আজ আঁধার গগনে
দেখিব যতনে বিশ্ব বিস্তারি নয়নে॥
কোথায় জ্বলিছে আলো!— সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কাল
কিংবা এই নীতি, নিত্য নহে পৌর্ণমাসী
দিবা শেষে সন্ধ্যা এলে দিবাকর পড়ে হেলে

পূরবে গরবে ধ্বান্ত বিক্রম প্রকাশি ॥
করে ঘোর তমোময় ; পশ্চিমে প্রকাশ হয়
হীরণ্য কিরণ মালা মণ্ডিত তপন।
আদি অন্ত অর্থ কিবা কোথা নিশা কোথা দিবা
কেন নিশী কেন দিবা ; করি আলোচন
দেখাব হতাশ হলে কর্ম্ম নষ্ট বুধ বলে—
প্রচারিব সার কথা উল্লাসিত মনে।
মরিব, মরিতে হবে চির কেবা রবে ভবে ?
ভবিতব্য দ্বার অগ্রে উদঘাটি যতনে,—
দেখাব কতেক শোভা চির সে সদনে।
রাজা প্রজা ভূত প্রেত অরাতি পীড়ন
পাষাণ পরাণে আর কি দিবে বেদন ?
একাকী বিজন বনে বসি কিংবা এক মনে
স্বাধীন মনের ভাব করিব প্রকাশ।
বিরাগে জীবন কেন করিব বিনাশ ॥
গিরি গুহা মাঝে থাকি হুঙ্কারে উঠিলে হাঁকি
প্রলয় পাবক রাশি স্থির কোন জন ?
ছুটিলে চিত্তের বেগ জানিবে ভুবন।
দামিনী ছুটিয়া যায় কে রাখে নিবারি তায় ?
পরশে সকলি হয় অগ্নিরাশি ময়।
পবন নিস্বন সনে আতঙ্কি জগত জনে
এ অগ্নি ছুটিলে পরে কি আছে সংশয়।

অবশ্য জ্বলিবে আর্য্য সন্তান হৃদয়।
জোর যবে বাঁধি বলে রাখিলা হিম-অচলে
সে প্রমিথিয়সে, যথা সেই মহাবীর
শত যুগ ধরি বলে দেবেন্দ্র যন্ত্রণা দলে
হাসিলা সগর্ব্বে ; ধীর চিত্তে হয়ে ধীর।
মহীর যাতনা সব শব রূপে আজি সব
ভুলিব না এ প্রতিজ্ঞা তথাপি কখন,
কালে উগারিবে গিরি কাল হুতাশন॥
গ্রহ উপগ্রহ যত কত কাল এই মত
পরিবেষ্টি প্রভাকরে করে পর্য্যটন।
বার তিথি মাস হায় ঋতু ছয় আসে যায়
কত কাল এই মত করিব দর্শন।
তরঙ্গে অঙ্গেতে মাখি, গভীর গর্জ্জনে হাঁকি
কত কাল চক্রাকারে ভ্রমে রত্নাকর।
কত কাল ধরণীরে রাখেন বাসুকী শিরে
কত কাল এই মত চলে চরাচর॥
করিব দর্শন আর কত কাল এ প্রকার
ভ্রমে ভ্রমে আর্য্য পুত্র ভুলি সমুদয়।
এ সব দেখিব যবে ত্যজিব জীবন তবে—
মন সুখে মহোল্লাসে সাধি বাসনায়।
মরণ সুখের বটে—মরিতে যে পায়॥
তেজ বীর্য্য বলহীন ক্ষুদ্র চিত্তে অনুদিন

করে সেবা আসি ভবে জড়তা জঞ্জালে
ঘুরিয়া অন্নের আশে ত্যজিনু অবনী বাসে
গৌরব গরিমা লোপ করি এক কালে ॥
জগদীশ ! যেন আর এইরূপে বারে বার
হয় না সংসার বনে করিতে ভ্রমণ !
সুকীর্ত্তি শশাঙ্কে আঁকি শারদ গগনে রাখি
বারেক পাই হে যেন ত্যজিতে জীবন ॥
এই বাঞ্ছা অহর্নিশ হৃদয়ে হে জগদীশ
উৎসাহ সাহস দেহ ভারত নন্দনে।
ভারত আকাশে রবি মণ্ডিত বিমল ছবি
মরি যেন হেরি নাথ মিনতি চরণে ॥

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বীণা

বাজরে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় করোরে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
ওরে, তন্ত্রি, রাখ প্রেম গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন ;
মৃত সঞ্জীবনী সংগীতি উঠাও,

জাগাও, নিদ্রিতা ভারতে জাগাও,
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত, কন্দর,
কর মৃত দেহে শোণিত সঞ্চার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
মার এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায়!
সকল (ই) জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে—প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায়?
ভারত কি তবে লুটাবে ধুলায়?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
বাজ ঘোর রবে ঘন ঘন, বীণ্,
গাও, 'চিরদিন রবেনা কুদিন,
হে ভারতবাসি! হে আর্য্যতনয়!
চেয়ে দেখ প্রাচী আজ প্রভাময়;
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী;'—
এই কি সময় নীরব থাকার?
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
ঘরে ঘরে যাও, আর্য্য গুণ গাও,

ভারত-সংগীতে দিগন্ত ডুবাও ;
আর্য্য-হৃদি রূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও ;
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর-অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
প্রবেশি কাশ্মীরে কহ মহারাজে ,—
মহারাজ ! তব এ বেশ কি সাজে !
তোমার কাশ্মীর ভারত নন্দন,
কোন্ মহাকুলে তোমার জনম
দেখ, মহারাজ, দেখ ভেবে তাই,
কি ভাবিছ বসে ? কি করিছ ছাই ?
ভারত গৌরব করিতে উদ্ধার
উঠ একবার ! উঠ একবার !—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
গিয়া জয় পুরে, উদয় নগরে,
গাও তন্ত্রি মোর উচ্চতম স্বরে
সূর্য্যবংশযশঃমহিমার গাঁথা,
উচ্চার গভীরে 'ইক্ষ্বাকু,' 'মান্ধাতা,'
'সগর,' 'দিলীপ,' 'রঘু,' 'অজ'—ধীর
'দশরথ,' 'রাম'—অদ্বিতীয় বীর ;
গাও গত শোভা রাজপুতনার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !

কেরলু, কর্ণাট, মগধ, কৌশল,
সৌরাষ্ট্র, পাঞ্চাল, উজ্জীন, উৎকল,
যমুনা, জাহ্নবী, নর্ম্মদার তটে,
বিন্ধ্য, হিমাচল, দক্ষিণের ঘাটে;
সিন্ধু-উপকূলে তরঙ্গ গর্জ্জনে
মিশাইয়া তব সুগম্ভীর স্বর,
হেমন্তে, বসন্তে, গ্রীষ্ম বরষায়,
দিবা দু'প্রহরে, গভীর নিশায়,
ভারত সংগীত,—সুধার আধার,
ঢাল, তন্ত্রি মোর, ঢাল অনিবার;
মৃত ভারতের দেহ প্রাণদান,
জাগাও নিদ্রিত ভারত সন্তান;—
এইত সময়, বাজ একবার
ঘোররবে, বীণা, বাজরে আমার!
নীরব কি রব? নিরাশ কি হব?
এ অসহ্য জ্বালা চির দিন সব?
চির দিন মাবে কাঁদিতে শুনিব?
চির দিন মারে মলিন হেরিব?
চির দিন মার মুখে হাহাকার?
চির দিন মার চক্ষে শত ধার?
একি দেখা যায়? একি শোনা যায়?
ভারতের কেহ নাহি কিরে, হায়?

রাজেন্দ্রাণী কিরে ভিখারিণী আজ ?
আর্য্য-মাতা যিনি তাঁর এই সাজ ?
এমন নির্দ্দয় বিধির হৃদয়,
ওরে, তন্ত্রী, তোর এইত সময়,
প্রাণপণে আজ বাজ একবার,
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার !
সুধার সুধারা ঢেলো না রে আর,
তাতে জাগিবে না জননী আমার ;
'মেঘ মল্লারের' নহেরে সময়,
'বসন্ত' 'হিন্দোলে' তোষে না হৃদয় ;
জ্বলন্ত 'দীপক' ধরিয়া এখনি
জ্বাল চারি ভিতে উৎসাহ অনল,
মৃত ভারতের হেয় মূর্ত্তি খানি
সে অনলে পুড়ি কর রে উজ্জ্বল,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
আলস্য, জড়তা—দৈত্য দুরাচার,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
বিলাসি বাঙ্গালি—আর্য্য কুলাঙ্গার ;
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার ।—

ছাড়ি অন্যালাপ বাজ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ
উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত কর,
সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
সে অনল-শিখা ভারত সাগরে
বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
আনন্দে করিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
দেখিও রেঁ তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ নীরো দেখিল যেমন;
কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা
এ মহী-মণ্ডলে কি সুখ তোমার?
ত্যজ নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছসুখ-আশা
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার!

দীনেশচরণ বসু।

উদ্দীপন।



ঘোর মোহ-নিদ্রামগ্ন ভারত-নন্দন!
জলদ গম্ভীর স্বরে, ডাক ভারতের নরে,
সচেতন আর যত জীব অগণন।
কোকিল মধুর রবে, জাগাও নিদ্রিত সবে,
হইবে ভারতে তাহে নব অভ্যুদয়।
বীরতা, শোণিত সনে, হস্ত পদ সঞ্চালনে,
বহিবে শরীরে বেগে; ভারত তনয়—
ছুটিবে কৃপাণ করে, ভারতের বক্ষ'পরে,
অরাতির শিরশ্ছেদ করিতে সকলে,
যে শত্রু কৌশল বলে, দিয়িয়া শৃঙ্খল গলে,
শাসিতেছে ভারতেরে এই ধরাতলে!
বিদারি ভারত হিয়া, পবিত্র শোণিত নিয়া,
যে শার্দ্দূল স্বীয় ক্ষুধা করিতেছে দুর,
শাসিবারে হেন অরি, সবে আজ প্রাণ ভরি,
জাগাতে ভারতে ডাক গম্ভীর মধুর!

২

ইন্দ্র-জাল-জাত এই নিদ্রা একবার,
যদি ভাঙ্গে সবাকার, অবশ্যই তবে আর,
করিবে না কভু সহ্য শত্রু-অত্যাচার!

কি মন্ত্রেতে শক্রগণে, জানি না ভারত-জনে,
ভুলাইয়া রাখিয়াছে জানি না সন্ধান্ ।
অহো ! কি দুঃখের কথা, বলিতে মরমে ব্যথা,
ম্লেচ্ছ-পদতলে আজ আর্য্যের সন্তান !
যাহাদের কীর্ত্তি কথা, শুনি আজো যথা তথা,
অনন্ত-বিস্তার এই অবনী মণ্ডলে।
তাদের সন্তান চয়ে, সিংহের সন্তান হয়ে,
কি কুহকে ! অই পড়ে ফেরু-পদ-তলে !

৩

বহরে উজান আজি যমুনা লহরী।
কুলু কুলু কুলু স্বরে, পূর্ব্ব মত গীত ধরে,
যখন খেলিত ব্রজে রাধার শ্রীহরি !
পশু পক্ষী মিলি সবে, ডাকরে গম্ভীর রবে,
জাগাইতে ভারতের নিদ্রিত সন্তান।
আমি ক্ষুদ্র কবি হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
প্রাণপণে ডাকিবরে হয়ে এক তান !
কাঁপিবে ভীষণ রবে, সমুদ্র পর্ব্বত সবে,
বহিবে সে রব, বায়ু সুদূর গগনে।
জম্বুক-স্বভাব যত, নরপতি শত শত
কাঁপিবে কিরীট খসে পড়িবে চরণে।

রামলাল চক্রবর্ত্তী।



কোকিল।

১

ধিক্ সে কবিরে—ছার কবিত্বে তাহার!
কোকিলের রবে প্রাণ পাগল যাহার।
এক মনে এক প্রাণে, শুনেছি কোকিল তানে;—
হেরেছি ময়ূর নৃত্য কদম্ব কাননে,
নব নীল নীরধর নিরখি গগনে।
আরোহী কল্পনা রথে, ভ্রমিয়া বিমান পথে,
অপ্সরী কিন্নরীকুলে করেছি দর্শন;—
মোহন সংগীত কত করেছি শ্রবণ।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে, বসন্তে কান্তের সনে,
দেখেছি রমণীগণে করিতে বিহার—
শুনেছি তাদের গীত—সুতান বীণার।
দেখেছি সকলি তাহা, দেখিবারে বিশ্বে যাহা;—
হয় নি কখন তায়, আনন্দ উদয়।
এ ছার কোকিল গানে, কি সুখে আনন্দে প্রাণে?
কি সুখে, জানি না, আজ নাচিবে হৃদয়?
তালে তালে মিলাইয়া যে সুর নরমে গিয়া,
হৃদতন্ত্র দলে বলে বিতাড়িত করে,
তাতেই, জানিত, প্রাণ নাচে প্রেম ভরে।

২

কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!
মরমে-মরমে পশি পরাণে নাচায় না।
মলয়-হিল্লোল প্রায় ভাসি ভাসি যায় হায়,
কখন অন্তরে মিশে অন্তরে নাচায় না।
গভীর ভাবেতে আসি, গভীর পবনে ভাসি,
গভীর হৃদয়ে কই তরঙ্গ উঠায় না,
কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!

৩

* পুরুষে পারে না পিক মেয়েরে ভুলায়!
নারীর হৃদয় হায়, দর্পণ বা নীর প্রায়,
মলয় মৃদুলে দুলি লহরী উঠায়।
নীরে নীরে মিশে যায়!— পাষাণ কি টলে তায়?
উঠে প্রতিধ্বনি হলে পাষাণে পাষাণে
তাড়িত ঘর্ষণ বেগে!— উঠে অগ্নিরাশি রেগে!
কেন এ পিকের গীত বাজিবে পরাণে?
তাড়িত করিয়া অঙ্গ, মোহ-নিদ্রা করি ভঙ্গ,
হুঙ্কার ঝঙ্কার ভীম উঠাবে বিমানে।

৪

কি দোষ তোমার কবি, বৃথা এ গঞ্জন!
রমণী অধিক বীর বাঙ্গালি এখন!
প্রেম-রস গলাইয়া, প্রেম-রস মিলাইয়া,
মধুর প্রেমেতে যবে তোমার গঠন,

ভুলিবে কিরূপে তুমি সে প্রেমরতন ?
কাজেই তোমারে হবে, ভুলিতে কোকিল রবে,
কাজেই নাচিবে তুমি প্রেমের হিল্লোলে—
প্রফুল্ল পদ্মিনী যথা তরঙ্গের কোলে।
কাজেই গাইতে হবে, কোকিল কাঁদনি রবে,
প্রিয় প্রিয় প্রিয়-রস প্রমদা প্রমোদ—
কাজেই প্রেমেতে তব বাড়িবে আমোদ।
কাজেই দারুণ শীতে, প্রেমে বিশ্ব মাতাইতে,
প্রেমের উদ্যান হবে রচিতে তোমায় ;
প্রেম-সরোবর নীরে, সাজাইতে নলিনীরে,—
হেলাইতে দুলাইতে নাচাতে তাহার।
কাজেই প্রেমের ফুলে, প্রেমের প্রসাদে ভুলে,
প্রেমের উদ্যানে তুলে প্রেমের মালায়,
পরাতে হইবে গাঁথি প্রমদা গলায়॥

৫

রাস রসময়ী রাধা রসের ভাণ্ডার
কাজেই বাসিবে ভাল বদন তাহার।
কাজেই তাহার সনে, ভ্রমিবে নিকুঞ্জ বনে,
কোকিলে লইয়া গাই ললিত বাহার।
কাজেই কোকিল, কবি, প্রিয় হে তোমার।

৬

কই ত কোকিল ডাকে মানস ভুলায় না !

কই ত কোকিল ডাকে ভুবনে হাসায় না!
এই ত দুমাস ধরে, চিরি কণ্ঠ তার স্বরে,
ডাকিল কোকিল কত—নাচিল ক জন?
সেই ত অলসে সব নিদ্রায় মগন।

৭

কোকিলের ডাক শুনে প্রেমেতে ভাসিয়া,
নেচেছে অনেক বঙ্গ— নেচেছে করিয়া রঙ্গ,
নেচেছে প্রেমের মালা গলায় পরিয়া।
কিন্তু ও কোকিল ডাকে নাচে নাকো আর।
প্রেমেতে না প্রেম আছে, নাম মাত্র রহিয়াছে,
সে প্রেমে, প্রেমিক কবি, এ রঙ্গ অপার,
নাচে না হাসে না ওরে, কাঁদে না প্রেমের ঘোরে,
ডেক না কোকিল ডাকে মিনতি আমার।

৮

অনেক প্রেমের খেলা হয়েছে হেথায়;
জর জর প্রেমবিষে হায় সমুদায়।
কেবল প্রেমের দায়, ভারত ডুবেছে হায়;
তবু কি, প্রেমিক কবি, পূরে নি বাসনা?
আর ঘোর প্রেমধুমে, না মাতাও আর্য্যভূমে,
গেথ না প্রেমের মালা এ মম কামনা।

৯

কোকিল মরিবে কবে, বসন্ত সে ভস্ম হবে,

শুকাবে কমল যূঁই মল্লিকা মালতী
চারু তরু, মঞ্জু কুঞ্জ, কাঞ্চন ব্রততী!
কবে রে ভারত তুমি, হইবে শ্মশান ভূমি,
কবে রে সৌন্দর্য্য তব হবে ভস্ম প্রায়।
ভস্ম কর চণ্ডীদাসে, পাঠাও তাহার পাশে,
বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দ গাঁথায়।
পোড়াও রমনীগণে, সহিত যৌবন ধনে,—
ভুল রে ভুল রে সবে চাতুরী তাহার।
ঘুঙ্ঘুরের ঘুনু ঘুনু, নূপুরের রুণু রুণু,
কঙ্কণের কণ কণ—ভ্রমর ঝঙ্কার—
ভুল রে বাঙ্গালি কবি মিনতি আমার।

১০

কে আছ গভীর স্বরে, গাও গীত তান পূরে,
বাজায়ে দুন্দুভী ভেরী গভীর নিস্বনে।
ভীম বজ্র করতলে, কিরূপে সংগ্রাম স্থলে,
দানবে দেবেন্দ্র ইন্দ্র দলিলা চরণে।
কেমনে পাণ্ডব চয়, অশ্বমেধে ছাড়ি হয়
ত্রিপুর করিলা জয় বিক্রম প্রচারি?
আর্য্যলক্ষ্মী বৈদেহীরে, লঙ্ঘিয়া অগাধ নীরে,
উদ্ধারিলা রামচন্দ্র রাবণে সংহারি?
ধ্বনিতে ধমনী ফুটে, সে গীতে পাষাণ ছুটে,
দেখিব কোথায় নাহি ধায় গরজিয়া।

দেখিব সংসারে কেবা না উঠে নাচিয়া ?
অচল এ অদ্রি রাজি, দেখিব কেমনে আজি,
দেখিব অচল ভাবে থাকে এ প্রকারে ?
মাতে কি না মাতে ধরা দেখাব সবারে।
শুন হে নবীন কবি, না তোল প্রেমের ছবি,
কবি হতে যদি আশা হৃদয়ে প্রবল ;
প্রমত্ত মেঘের পাশে, কিরূপে দামিনী হাসে,
তোল হে তোল হে কবি সে ছবি বিমল—
দেখিবে হাসিবে সুখে গগন ভূতল !
অলস অবশ জন, তাড়িত হৃদয় মন
নাচিবে নাচিবে রঙ্গে নাচায়ে ভূতল।
ভ্রমিও না ভ্রম বশে, কোকিলে না মন রসে ;
নয়ন কণ্টক কাল কোকিল সকল।
বীর রসে পূরে তান, গাও হে বীরের গান,
নাচিবে জড়ের প্রাণ—তারে যে প্রকার,
বিদ্যুতের গতি,—কবি,—মিনতি আমার।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।



আর কি আছে ?

১

কিবা আছে আর—
এ ভারতে দিন দিন, হতেছে সকল ক্ষীণ,
বাড়িছে কেবল মাত্র দিন দীনতার ;
স্বর্ণ ভূমি ভারতের কিবা আছে আর ?
হিমাদ্রি শিখর হতে, ভারত জলধি স্রোতে,
দুঃখের প্রবাহ বেগ ছুটে অনিবার ;
ভাসে হিন্দুজাতি তায়, (না জানে সাঁতার।)

২

কিবা আছে আর ?
তৈল হীন দীপ প্রায়, নির্ব্বাণ উন্মুখ হায় !
জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো কেবল আঁধার
ভারতীর মুখ ঢাকি পশিল আবার,
ভারতের অন্তস্তলে ;— ভারত সাগর জলে,
ডুবাইয়া—নিবাইয়া জ্যোতিঃ সভ্যতার
উঠিল তুমুল ঝড় ভারতে আবার !

৩

কিবা আছে আর ?
ভারতের শোভা যত, সকলি হইল হত,

মরুভূমি প্রায় এবে ভারত—সোণার !
ছায়া, জল, তৃণদল কিছু নাহি আর !
কিছু নাহি গেছে সব, বিপুল গৌরব রব ;
ভারত সন্তান সব শবের আকার !
কিবা আছে আর্য্যভূমে শোভার আধার ?

৪

কিবা আছে আর ?
নাহি সৌধ সুশোভন, সারি সারি অগণন
হিন্দু-নৃপ-নিকেতনে শোভার ভাণ্ডার।
একেবারে হইয়াছে সব ছার খার।
বিনোদ বিহার ক্ষেত্র, দৃষ্টি মাত্রে সুখী নেত্র,
নাহি সে প্রমোদবন—রচনা—মায়ার !
কীর্ত্তি-লোপী কাল সব করেছে সংহার !!

৫

কিবা আছে আর ?
দেবালয় কত শত ; কত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
কত ঘটা কত জাঁক হইত পূজার।
(ছিল ভক্তি পূর্ণ আর্য্য-হৃদয় ভাণ্ডার)
সজ্জিত তোরণ পর, নানা বর্ণ মনোহর,
উঠিত পতাকা কত সংখ্যা করা ভার,
শ্বেত পীত লাল নীল বিবিধ প্রকার !

৬

কোথায় সে সব ?
হায় চিহ্ন মাত্র নাই কিছু না দেখিতে পাই
স্বপ্নের কল্পনা প্রায় হৃদয়ে উদ্ভব।
এই কি "ধর্ম্মের জয়" লোকে বলে সব ?
কোথা দেব প্রতিকৃতি ? কোথা হিন্দু নরপতি ?
কোথা সে সম্পদ সুখ, বিবিধ উৎসব ?
বাজে না দুন্দুভি ভেরি,—সকলি নীরব !

৭

কিবা আছে আর ?
শৌর্য্য বীর্য্য বুদ্ধি বল, সব গেছে রসাতল,
রতি মতি রীতি নীতি আচার ব্যাভার,
যাহা ছিল, গেছে সব, চিহ্ন নাই তার।
ঘোর দেশাচারানলে ভারত ভবন জ্বলে
জনেক সহায় নাই করিতে উদ্ধার !
রত্ন প্রসূ আর্য্য ভূমি পুড়ে ছার খার !

৮

গিয়াছে সকল !—
বীরত্ব ধীরত্বধাম— ভারতের পরিণাম,
এই শেষ ? হায় শোক বাড়িছে কেবল।
কে জ্বালিল হিন্দু কুলে বিগ্রহ অনল ?

একতায় ছিল যবে, হিন্দু নরপতি সবে,
ছিল ভারতের মুখ কতই উজ্জ্বল।
এখন মলিন, যথা সন্ধ্যার কমল।

৯

কোথায় সে দিন?
যখন যবন আসি, সমর তরঙ্গে ভাসি,
ভারতের সুন্দরতা করিতে বিহীন—
সিন্ধু তীরে ডেরা ফেলি হলো সম্মুখীন?
হায় কত শত বার, হিন্দু স্থানে মানি হার
আর্য্য-ভুজ বলে নারি করিবারে ক্ষীণ,
পলাইল কতবার যবন প্রাচীন।

১০

একতা বন্ধন—
সুদৃঢ় যখন ছিল, কতবার এসেছিল
ক্ষত্রকুলে কালি দিতে দুরাত্মা যবন।
এই রাজ স্থানে, সঙ্গে সেনা অগণন।
রাজপুত্র বাহু বলে বিধর্ম্ম বিপক্ষ দলে,
কতবার করাইয়া সমরে শয়ন,
বংশের গৌরব সবে করেছে রক্ষণ॥

১১

কতই বিক্রম—
ভারতের ছিল হায়! স্মরিলে ফাটিয়া যায়

এহৃদয়—সে সন্তাপ নহে উপশম।
মনে হলে মনোবৃত্তি না হয় সংযম।
ভারত মহিলা যত, তাদের বীরতা কত
দেশ হিতৈষিণী তারা, নারীর উত্তম।
আর্য্য কুলে ধন্য ধন্য তাদের জনম।

১২

আশ্চর্য্য কথন—
কে কোথা শুনেছে হায়, স্বদেশ রক্ষণ দায়,
সুকেশিনী কেশ রাশি করিয়া ছেদন,
দিয়াছে ধনুর গুণ করিতে বন্ধন ?
মামুদের আক্রমণে, ভারত রমণীগণে
সহিয়াছে কত ক্লেশ করি প্রাণপণ।
কেশ, বেশ, ভূষা দিয়ে জিনিয়াছে রণ।

১৩

কত বীর্য্যবতী—
করে ধরি শরাসন, করিয়াছে ঘোর রণ,
নারী কুলে কত তারা রেখেছে সুখ্যাতি
সম্মুখে সংগ্রামে পশি বিপক্ষ সংহতি ;
কত ক্ষত্র কুলবতী, সংসার উপেক্ষী সতী,
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কোলে করি মৃতপতি,
চিতার অনলে প্রাণ দিয়াছে আহুতি !

১৪

কেন বিসর্জ্জিলি—

অরেরে নিদয় বিধি, এ হেন প্রতিমা নিধি ?
অকালে ভারতে কেন বিজয়া আনিলি ?
আর্য্যকুল দেবী মূর্ত্তি কেন ভাসাইলি ?
শূন্য দেবালয় মাত্র, গোটা কত বিল্বপত্র
শুকান ফুলের পাশে ছড়ায়ে রাখিলি।
ভারত রমণী মণি তস্করে অর্পিলি ?

১৫

কিছু নাই আর !

দুর্ব্বল হৃদয় মাঝে, দরিদ্রতা শেল বাজে,
শৃঙ্খলের গুরু ভারে পা বারান ভার।
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয় দিনান্তে আহার !
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি, লুটেছে দস্যুরা আসি,
উঠিয়াছে রোদনের ধ্বনি হাহাকার !
সোনার ভারত ভূমে কিবা আছে আর !

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



দেশ-পর্য্যটন।



১

ত্যজিয়া জনম ভূমি—শৈশবে যথায়
শুইয়া জননী-অঙ্কে সুখের স্বপন
হেরিতাম অগণন, সৌদামিনী প্রায়
খেলিত হাসির ছটা বদনে যখন!
ত্যজি সেই পুণ্য-ভূমি—জনমের স্থান,
ত্যজি পরাণের জন; সংসার-বন্ধনী
ভ্রাতৃবন্ধু পরিজন, হৃদয়ের ধন,
ভ্রমিতেছি দেশে, দেশে, দিবস রজনী!

২

যমুনা, জাহ্নবী—দোঁহে প্রবলা সতিনী!
আরম্ভি গর্জ্জন ঘোর হিমাদ্রি-শিখরে,
ক্রোধে স্ফীতবক্ষ হ'য়ে, যেন উন্মাদিনী,
মিশিছে তুমুল যুদ্ধে যে পুণ্য প্রান্তরে!
হেরিয়াছি সেই তীর্থ কীর্ত্তিত পুরাণে,
হেরিয়াছি যমুনার সেতু মনোহর,
হেরিয়াছি দুর্গশ্রেষ্ঠ গঠিত পাষাণে;
তবে কেন হিয়া মোর দুঃখে জরজর!

৩

ছাড়ি সেই পুণ্যস্থান যাইনু তথায়,
যথা সুবিশ্রুত তাজ্—শিল্পের সোহাগ!
অহঙ্কারে, উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া হায়!
স্বর্ণ কুম্ভ শিরে; পদে (রজতের দাগ)
যমুনা দুঃখিনী বালা তিতি অশ্রুনীরে,
গাইছে দুঃখের গান—ভারত-রোদন!
শুষিছে আপনি ক্ষিতি সে স্রোত অন্তরে!
অভাগা ভারত-বাসী না করে শ্রবণ।

৪

শুনিবে কেনবা? হায়! শুনিলে কেমনে
আনন্দে দাসত্ব-সুধা করিবেক পান?
নিয়ত চরণে-রেণু শিরসি গ্রহণে
কেমনে ভাবিবে চিতে পরম সম্মান?
শুনিলে যে যমুনার করুণ রোদন,
ভারতের পূর্ব্বদিন হৃদয় আকাশে
আপনি আসিয়া হায় দেয় দরশন!
এ দাস-জীবনে ঘৃণা আপনি প্রকাশে!

৫

যমুনার কলনাদ, গর্জ্জনের সনে,
ভারতের কত কীর্ত্তি রয়েছে গ্রথিত,
কেমনে জানিবে সেই, জেতার চরণে

যেই জন স্তুতিমালা অর্পিছে নিয়ত?
কেমনে জানিবে সেই, করিছে যে জন
মনুষ্যত্ব বলিদান পর পদতলে?
এহেন ভাবনা-পুঞ্জে হইয়া মগন
ফিরিলাম; কোথা সুখ শিল্পীর কৌশলে!

৬

ছাড়ি তাজ্ উপনীত প্রাচীন দিল্লীতে,
পঞ্চক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিছে যথায়
ভগ্ন-হর্ম্ম্য-অবশেষ, অতুল মহীতে!
যমুনা চরণ-তলে কাঁদিয়া লুটায়!
অবহেলি কালদণ্ডে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
অই যে গগন-স্পর্শী আছে দাঁড়াইয়া,
হেরিছে কোপেতে স্তব্ধ, দুঃখে জরজর,
আর্য্যের দাসত্ব-বেশ অবাক্ হইয়া।

৭

চিনিলে কি, কুলাঙ্গার! একীর্ত্তি কাহার?
পড়িয়াছ বিজেতার ভারতেতিহাসে—
এ শিল্প-সোহাগ হায়! কুতব-মিনার!
এ গৌরব যবনের প্রতিভা প্রকাশে!
মিথ্যাকথা! দেখ চেয়ে মেলিয়া নয়ন—
নহে ও যবন-কীর্ত্তি, আর্য্য অহঙ্কার,

প্রভাতের রক্ত সূর্য্যে করিতে পূজন,
পৃথুরাজ-কণ্যা-তরে নির্ম্মাণ ইহার!

৮

ছাড়িয়া কান্তার এবে হিমাদ্রি-শিখরে
উপনীত অবশেষে বিধির বিধানে;
আমি ক্ষুদ্র কবি, কবি-কেশরী না পারে
চিত্রিতে সে ভীম শোভা অতুল ভুবনে!
তুষার-মণ্ডিত-শিরে প্রভাত-তপন,
বরষে জ্বলন্ত স্বর্ণ যবে অকাতরে,
কি বিচিত্র শোভা নেত্র করে দরশন,
দেখে নাই যেই জন, বুঝিবে কি করে?

৯

শিখরে ধবল শোভা; নিতম্ব প্রদেশে
শ্বেত, নীল, পীত, আর সুবর্ণে রঞ্জিত
জলদ-মেখলা মরি! কি শোভা প্রকাশে;
দেখে যেই, হয় সেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।
অই শুন কটিদেশে জীমুত-গর্জ্জন!
হাসিয়া বিকট হাসি খেলিছে চপলা!
অই হের, শিরোদেশে অপুর্ব্ব-দর্শন
অক্ষয় তুষার-পুঞ্জ, নাহি যার তুলা!

১০

জিনি শত-মেঘ-মন্দ্রে গরজি গম্ভীরে,

হের কোন স্থানে অই গিরি-প্রস্রবণ,
উল্লঙ্ঘি সমুচ্চ শৃঙ্গে, পড়িছে কন্দরে,
রাশি, রাশি, ফেনপুঞ্জ করি উৎক্ষেপণ!
কোথাওবা মৃদু, মধু বামা-কণ্ঠস্বরে
গাইছে মধুর গান শ্রবণ-রঞ্জন।
শোকে, দুঃখে, কাঁদি কোথা গাইছে ঝর্ঝরে,
জাগাইয়া সুপ্ত স্মৃতি, শোকের সদন!

১১

তমোময় গিরি-গুহা, সমুচ্চ শিখর,
ভীষণ অরণ্য, আর তৃণ-শূন্য স্থল,
প্রকৃতির পুষ্পোদ্যান—মনঃ-প্রাণ-হর
দেখিয়াছি কত শোভা হইয়া বিহ্বল।
তবে কেন নাহি সুখ অন্তরে আমার!
তবে কেন জ্বলিতেছে থাকিয়া থাকিয়া,
সে পোড়া পাবক হায়! বিষাদ ভাণ্ডার!
নাহিকিরে শান্তিজল জুড়াইতে হিয়া?

১২

দাস যে, তাহার তরে তুঙ্গ হিমালয়,
সমভূমি বঙ্গদেশ, সাহারা ভীষণ,
সকলি সমান হায়! সকল সময়
পদাঘাত মাত্র তার অঙ্গ-আভরণ!
অই শুন হিমবান গর্জ্জিয়া ঝঞ্ঝায়,

কুলাঙ্গার আর্য্যসুতে বলিছে যখন ;
শুন এই মহাগীত, বহিবে শিরায়
প্রলুপ্ত আর্য্যের রক্ত কলুষ-নাশন !

১৩

হিমাদ্রি বলিছে, ভারত-সন্তান !
ত্যজিয়া বাসনা, ত্যজিয়া সম্মান,
জ্ঞানের অর্ণব, আর্য্যের গৌরব,
ভুলিয়া সকল, ঘৃণ্য স্তুতি-গান
গাইছ নিয়ত, করিছ প্রদান
অঞ্জলি যতনে পরের চরণে,
লভি বিনিময়ে হেলা, অপমান !
কলঙ্কে ডুবায়ে আর্য্যের পরাণ ?

১৪

" করিয়া পরের পাদুকা লেহন
হয় নাকি ঘৃণা ধরিতে জীবন ?
প্রণয়িনী পাশে হেন নীচ বেশে
কেমনে নির্লজ্জ ! করিস্ গমন
পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বহন ?
থাকিতে পরাণে, কেমনে সন্তানে
দিস্‌রে বাঁধিয়া দাসত্বে চরণ ?
আশা-বৃক্ষ হায় ! করি উন্মূলন !

১৫

" ভুলেছ কি মূঢ়! ভীষ্ম, কর্ণ বীর,
দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীম যুধিষ্ঠির,
কৌশল্যা-নন্দন, সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
ভারত-গগনে নক্ষত্র সুস্থির,
বীর-অহঙ্কার সমগ্র মহীর ?
ভবভূতি, ব্যাস, মাঘ, কালিদাস,
আদরে পালিত পুত্র ভারতীর ;
ভুলেছ তাঁদের সংগীত গভীর ?

১৬

" ভুলিয়াছ যদি এসব রতন,
কেননা ত্যজিছ এঘৃণ্য জীবন !
কেননা সকলে জলধির জলে
এ নীচ পরাণে কর বিসর্জ্জন !
হইবে আর্য্যের কলঙ্ক মোচন।
জ্বলিবেনা হিয়া, রহিয়া, রহিয়া,
ভীরু আর্য্যমুখ করি দরশন !
শুনি ভারতের দুঃখের রোদন !

১৭

" অভ্রভেদি শির দেখিয়া আমার,
ওরে ভারতের পুত্র দুরাচার !
কোন্ নীচ মনে পরের চরণে

লুটাইস্ তোরা মস্তক আবার ?
নাহি কিরে হয় ঘৃণার সঞ্চার !
উচ্চশৃঙ্গ দেখি উচ্চভাব শিখি,
কাঠিন্য নেহারি হয়ে বলাধার,
দুর্ভাগ্য ভারতে কররে উদ্ধার !

১৮

দক্ষিণে জলধি, অনন্ত, অপার
ভারতের দুঃখে গর্জ্জে অনিবার।
হেরি বিস্তীর্ণতা শিখ উদারতা,
নীচ, ক্ষুদ্রভাব কর পরিহার ;
আর্য্যের গৌরব হইবে বিস্তার !
জাহ্নবীর স্রোত সদা প্রবাহিত
দেখি কর্ম্মঠতা করি অলঙ্কার,
দুর্ভাগ্য ভারতে কররে উদ্ধার।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

গীতি কে যেন গাইল।

১

গীতি কে যেন গাইল।
বসে ছিনু নদী তীরে, সমীরণ ধীরে ধীরে,
বহি বারি কণা অঙ্গ শীতল করিল।

এমন সময়ে গীতি কে যেন গাইল।
গীতি শ্রবণে পশিল।

২

গীতি শ্রবণে পশিল।
সমীর লহরী সনে, প্রবেশিল এ শ্রবণে,
শ্রবণের দ্বার দিয়া মরমে পশিল।
সুমধুর স্বরে গীতি কে যেন গাইল।
গীতি মরমে পশিল।

৩

গীতি মরমে পশিল।
কাঁদাইয়ে বিটপী দলে, কাঁদাইয়া নদী জলে,
ঢালিয়া শোকের ধারা কে যেন গাইল
শুনিয়া অন্তর মম কাঁদিয়া উঠিল।
ধৈর্য্য দূরে পলাইল।

৪

ধৈর্য্য দূরে পলাইল।
অস্ত প্রায় দিবাকর, সুলোহিত কলেবর,
সে গীতি শ্রবণে যেন কাঁদিতে লাগিল
তাই বুঝি তার চক্ষু আরক্ত হইল।
শোকে আকাশে মিশিল।

৫

শোকে আকাশে মিশিল।
সাজাইয়া ছায়া পথ, নক্ষত্র কুসুম যত,
বিকশিত, তারা যেন দেখিতে আইল,
ছিল ঘুমে, স্বর শুনি হঠাৎ জাগিল।
কি হলো বলিয়া যেন দেখিতে আইল।
শেষে শোকেতে ভাসিল।

৬

শেষে শোকেতে ভাসিল।
পূর্ব্বাকাশ সুশোভিয়া, কুমুদিনী হাসাইয়া,
উদিত চন্দ্রমা, রশ্মি জলেতে পড়িল
তাহা নহে, শোকে বিধু জলে ঝাঁপ দিল
দুঃখ সহিতে নারিল।

৭

দুঃখ সহিতে নারিল
নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী সারা শব্দ একরতি,
নাহি কোথা, চারিদিকে নিঃশব্দ হইল।
শাখীপরে পাখীগণ নীরবে বসিল।
শোকে নীরবে কাঁদিল।

৮

শোকে নীরবে কাঁদিল।
পবন না বহে আর, স্থির তার অধিকার,

ক্রমশঃ আসিয়া এবে চৌদিক ব্যাপিল।
সে স্থিরতা ভেদ করি ক্রমশঃ জাগিল।
গীতি গগণে উঠিল।

৯

গীতি গগণে উঠিল।
বায়ু শিরে করি ভর, সেই খেদ পূর্ণ স্বর
ধ্যানমগ্ন দূর গিরি-কর্ণে প্রবেশিল
ধ্যান ত্যজি গিরি যেন কাঁদিয়া উঠিল;
মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনি ছলেতে কাঁদিল।
হায় পাষাণ (ও) গলিল

১০

কে যেন গাইল।
"বীর বর!
একি দশা হেরি তব? একি বিড়ম্বন?
শরশয্যা পরে হায় করিলা শয়ন?
কুরুসৈন্য অগণন, নির্ভয়ে করিতো রণ,
তোমারও বিহনে আজি সকলি সভয়।
যে দিকে নিরখি দেখি নিরাশা উদয়।

১১

"ভগ্নোৎসাহ সেনাগণ সভয় অন্তর
ভয়াকুল দুর্য্যোধন কাঁপে থর থর,
না হইল রণে জয়, সেনাকুল হলো ক্ষয়।

ভাবিয়া যে কুরুপতি ব্যথিত হৃদয়।
হে বীরেশ! তোমা বিনে সব শূন্যময়।

১২

“দেখিতেছি দিব্য নেত্রে এ সময়ে আর
তুমি যবে মৃত,—নাহি কাহারো নিস্তার
বড় বড় রথি যত, সকলি হইল হত।
শেষ শ্বাস ছিলে তুমি, তোমারো পতন
বুঝিলাম ভারতের অদৃষ্ট লিখন।

১৩

“দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, অতঃপর আর
ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা হওয়া ভার।
গৃহচ্ছেদে যে দেশের স্রোত বহে শোণিতের—
সে দেশের আশা রবি রবে কত দিন?
অধীনতা মেঘে শীঘ্র হইবে বিলীন।

১৪

“মহামন্ত্র একতার যথা লেশ নাই,
যে দেশে শোণিতপাত করে ভাই ভাই,
সে দেশের সুগৌরব, সে দেশের সুবিভব,
কত দিন রবে? নহে বহু দিন আর
সোনার ভারত হবে দীনতা-আধার

১৫

“বটে বীরপ্রসবিনী মোদের জননী

বটে আমাদের সম নাহি আর ধনী,
বটে জ্ঞানে, গুণে মানে, আছি সর্ব্ব উচ্চ স্থানে,
কিন্তু নাই আমাদের একতা বন্ধন।
যার ইচ্ছা সেই পারে করিতে দলন।

১৬

উড়িছে যে হিন্দু ধ্বজা সিন্ধুনদী তীরে,
ব্যঙ্গ করি পশ্চিমের ম্লেচ্ছ নৃপতিরে,
সিন্ধুর অগাধ জলে, ডুবি যাবে রসা তলে,
দেখিতেছি দিব্য নেত্রে একতা বিহীনে
দাসত্বে পুরিবে দেশ ক্রমে দিনে দিনে।

১৭

" কৌরব পাণ্ডব গৃহবিচ্ছেদ কারণে
তুমি যথা বীর বর পড়িয়াছ রণে
ভারতের ভাবী বংশ, এই রূপে হবে ধ্বংস ;
কে যেন কহিছে মোরে জাগ্রত স্বপনে
মজিবে ভারতভূমি একতা বিহনে।

১৮

একতা বিহনে আজি কুরুক্ষেত্র স্থলে।
হইয়াছে একমাত্র শ্মশান কেবল।
ভারতের এই দোষে পরিয়া বিধির রোষে
ভারতো হইবে কালে প্রকাণ্ড শ্মশান
পুড়ি ভস্ম রাশি হবে ভারত সন্তান "

১৯

গীতি কে যেন গাইল

কাঁদাইয়া চরা চরে পশু পক্ষি আদি নরে

গীত ত্যজি শেষে সে যে আপনি কাঁদিল

ক্রমে যেন সেই স্বর বিলীন হইল

আর কর্ণে না পশিল !

২০

ভারত সন্তান গণ ! দেখ,

সৈনিকের প্রতি বাক্য হয়েছে সফল।

ভারত একতা বিনে গেল রসাতল।

তবে কি হবেনা ভাগ্যে আর স্বাধীনতা ?

হবে,--যদি যপ মন্ত্র "একতা একতা।" ভারত-সুহৃদ

ভারতের সুখাবসান।

১

ভারতের সুখনাশ হায়রে যেদিন,

সিন্ধুনদ অবতরি,

বহুসৈন্য সঙ্গে করি

আসিল ভারতে ঘোরী, পৃথু পরাজয় ;

ভারতে হিন্দুর সুখ সেই দিন লয়।

২

কেবল কি স্বাধীনতা ? ধন, মান, জ্ঞান।

বিদ্যা বুদ্ধি আদি যত,
সে দিন সকল হত
সে দিনই মরিল, ভীষ্ম, অর্জ্জুনাদি করি;
স্বর্গবাসী হিন্দু আত্মা কাঁদিল ফুঁকরি।

৩

সে দিনই ঘোর কলি পশিল ভারতে,
পিতা পুত্রে বিসংবাদ,
দুর্জ্জয় কলহ নাদ
ঘরে ঘরে; কাঁদে মাতা পুত্র আচরণে;
ধর্ম্ম ছাড়ি ব্রাহ্মণ পড়িল প্রলোভনে;—

৪

সুদৃঢ় দাম্পত্য প্রেম হইল শিথিল,
সুন্দরীর মুখেন্দু'পরে,
সে দিন কলঙ্ক পড়ে;
সহসা বীরের হৃদি, হ'ল কম্পবান
ভীরুতা, নীচতা, পশি লইলেক স্থান।

৫

ভুলিতে কি পারি, হইলেও বহুদিন;
আজিও সে বংশবলে,
অহঙ্কারে উঠি ফুলে
কি তাপ! সিংহের ঘরে জন্মেছি শৃগাল,
ভাবি না "এদেহ হবে মাটিতে মিশাল"।

৬

ভুলিব কেমনে ? কোথা আছে কি তেমন ?
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে,
কোথা বল কোন্ বীরে,
নিরস্ত্রে পরেরে করে প্রাণ সমর্পণ
কোন্ দেশে আছে হেন ভীষ্মের মতন ?

৭

পিতৃ সত্য পালিবারে কে গিয়াছে বন ;
কার বল সহোদর,
রাজ্য ছাড়ি বনান্তর
ভ্রাতৃপ্রেমে বৈমাত্রেয় লক্ষ্মণ যেমন,
কোথা হেন পতিসহ পত্নী গেছে বন ?

৮

রণস্থলে ছল যুদ্ধ জম্বুক আকার ;
সেই নাকি সুকৌশলী,
তারে মহাবীর বলি
পরমুখে ব্যাখ্যা শুনি প্রশংসি বিস্তর ;
ভাবিনা যে, দস্যু, বীরে, কি আছে অন্তর।

৯

ভারত-মানিক হেন বসুধা ললাটে ;
তদূর্দ্ধেতে হিমালয়,
আহা ! কিবা শোভাময়

উন্নত গগন ভেদী মুকুটের প্রায়;
মহাসিন্ধু নীলাম্বর নয়ন জুড়োয়।

১০

স্বর্ণভূমি এভারতে, কিসের অভাব?
কোথায় জলদ জলে,
হেনরূপ শস্যফলে
স্বর্ণরেণু কোথা হেন ভাসে নদীজলে?
পরে দুগ্ধ খায়, মোরা কাঁদি মা মা বলে।

১১

অমল সলিলা নদী, বহি সদা দ্বারে,
অগণ্য বাণিজ্য তরি
আনিতেছে বক্ষে ধরি;
কোথা মন্দাকিনী নামী, কল কল স্বরে,
হিমালয় হতে যায় সাগর বাসরে।

১২

বার মাসে তের পর্ব্ব কোথা হেন আছে?
কোথা হেন ছয় ঋতু,
সবার সুখের হেতু,
লয়ে রাজভোগ্য ভেট উপনীত হয়?
গোপনে অমৃত কোথা আম্রবৃক্ষে রয়?

১৩

আনন্দের দিন কোথা আছেরে এমন,

সর্ব্ব দুঃখ দূর করে,
মিলি নিজ নিজ ঘরে,
দেশ দেশান্তর হতে আশ্বিনে যেমন,
পূজিয়া শারদা আর লক্ষ্মীর চরণ।

১৪

শশাঙ্ক-কর-পরশে হাসে কুমুদিনী;
পেয়ে অংশুমালিকর
আলো করে সরোবর।
বিকসিয়া কমলিনী দোলে বায়ুভরে,
পতি প্রাণা সতী যেন বাঙ্গালির ঘরে।

১৫

ভারতের অতুল সুখ; কিন্তু কার তরে
এযে রে! ভারতবাসী,
গভীর কলঙ্ক রাশি,
লেগেছে ললাটে তার বজ্রের মতন,
নাহি যায় হেন দাগ দিয়াছে যবন।

১৬

ধিক্‌রে ভারতবাসী ধিক্ শতবার,
যেই দেশে অগণন,
ভাণ্ডারে অমূল্যধন—
লক্ষ্মীবাণী সমভাবে বসিত যথায়;
সেই ভারতের দশা একি হেরি হায়!

১৭

কোন্ বিদ্যা তব দেশে না ছিল এমন।
যার লাগি জন্মভূমি,
ত্যজিয়া চলেছ তুমি
ফিরিঙ্গিরে গুরু বলি কর সম্বোধন,
ইহা হতে শ্রেয় তব-মরণ শরণ,

১৮

শুনিয়া পরের মুখে নিজ ইতিহাস
গালি দেও মনাকুলে
স্বর্গবাসী আর্য্যকুলে
পবিত্র আরাধ্য সেই আর্য্যজাতি নাম
ভারতে হায় রে আজি সে নাম বিরাম।

১৯

ধনে, মানে আমাদের কি আছে গৌরব?
মহারাণী খ্যাতি পেয়ে,
ভারতে নক্ষত্র হয়ে
বল কে স্বাধীনা, কেবা করে আলো দান?
এযে গলে অধীনতা হার পরিধান।

২০

ভারতে আমার মাতা, কারে আমি ডরি?
শোকে অঙ্গ জর জর,
নাহিক মরিতে ডর

কোন্ আর্য্য ডরিয়াছে ? আমি কেন ডরি ?
মাতা মোর অন্ন পুর্ণ আমি ভিক্ষা করি !

২১

এসহে ভারতবাসি আর কত কাল,
সহিবে যন্ত্রণানল,
জননীর মুখোজ্জ্বল,
না হইল যদি, জিয়ে এত পুত্র যার,
তবে এজীবনে বল কি হল সুসার ?

২২

জাগরে ভারতবাসী যায় কিন্তু কাল !
এহেন কোমল বুকে,
দহিছে অনন্ত শোকে ;
ধরেছ মানব জন্ম এই কি কারণ ?
এ ভাবে কি চিরদিন করিবে ক্রন্দন ?

২৩

নশ্বর-মানবদেহ, কীর্ত্তি চিরস্থায়ী ;
ভঙ্গুর শরীর তরে,
রতন মিলিবে করে
এস সবে মিলি মোরা এ বাণিজ্য করি।
ঘাটেতে বাঁধিয়া কেন ডুবাইবে তরি !

২৪

যদি না করিলে কার্য্য জন্মিয়ে ভারতে,

তবে অগ্নি কুণ্ড করি,
এস সবে পুড়ে মরি
ভারতের পতিব্রতা মরেছে যেমন।
দাসত্বের তরে কেন রাখি এ জীবন ?

২৫

যে সমাজাকাশে শোভে বাবু শশধর !
সাধকের রূপ ধরি,
বাবু বসে সারি সারি,
তার না হইবে রক্ষা বুঝেছি নিশ্চয়।
কেনরে কলঙ্কী চাঁদ ভারতে উদয় ?

২৬

ভারতবাহিনী অয়ি দেবী মন্দাকিনী !
শুনিয়াছি রামায়ণে
ভগীরথ আরাধনে,
এলে মর্ত্ত্যে, ঐরাবত দর্প চূর্ণ করি,
পশিল পাতালে জল পৃথিবী বিদারি,

২৭

সেই খরতর তেজ কোথায় জননি !
পতিত পাবনী তুমি,
পতিত ভারত ভূমি,
উদ্ধার তাহারে আজি কৃপাদৃষ্টি করে,
নতুবা অতল জলে ডুবাও তাহারে।

* * * * দীননাথ সেন

রাগিণী বসন্ত বাহার।

তাল আড়া।



(বিধি) দারুণ দুঃখের নিশি পোহাবে কবে !
ভারত গৌরব রবি, উদিত হবে।
অধীনতা অন্ধকার, এদেশে রবে না আর,
অধীন ভারতে হবে স্বাধীন সবে।
সকলে স্বাধীন ভাবে, স্বাধীনতা গুণ গাবে,
বিহঙ্গে গাইবে শূন্যে স্বাধীন রবে।
নিশি পেয়ে নিশাচরে যত এ ভারতে চরে,
আলোকে সাগর পারে, পলাবে সবে।
নিত্য নিশি দূরে যায়, নিত্য লোকে আলো পায়,
ভারত দুঃখের নিশি (কি) অনন্ত রবে ?
ইচ্ছায় বিধির লীলা, কণ্ঠেতে বাঁধিয়া শিলা,
তাঁহার ইচ্ছায় তরে, নরে অর্ণবে !

রাজবিহারী দাস।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৩	কবি	করি
২	১১	বিন্ধ্যা	বিন্ধ্য
২	২০	সে	সেই
২	২১	সেই	সে
৪	১২	অননে	আননে
৪	১৮	গা(উ)ক	গাক্
৮	৫	ইতিহাস	ইতিহাসে
৮	১৫	আর্য্যাবর্ত্ত	আর্য্যাবর্ত্ত
১০	৪	শক্তিবান	শক্তিমান
১০	১৬	করিল	করিলে
১১	২	সেই	যেই
১৬	২০	বেশ	বশ
৩৪	২	নির্ব্বাও	নিবাও
৩৪	১৩	সন্তান	সংসার
৩৫	৫	করিছে	করিছ
৩৬	১৩	সেই	সে
৪২	২	ভারত	ভারতে
৫৫	৩	যাইতে	যাইত

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫৫	১৭	সুর্য্য	সূর্য্য
৫৬	১৯	তাকে	তা, কে
৫৭	১	দোহ দোহ	দেহি দেহি
৬২	১৩	সাগরের	সাগরে
৭২	১৭	মাবে	মারে
৭৯	১১	তাহার	তাহায়
৯৭	৯	কাঁদাইয়ে	কাঁদায়ে
৯৯	১৫	তোমারও	তোমার
১০১	১৫	স্থলে	স্থল
১০৩	১১	সুন্দরীর	সুন্দরী
১০৫	৩	সুর্ণভূমি	স্বর্ণভূমি
১০৭	১৩	ভারতে	ভারত
"	১৬	ভারতে	ভারত
১০৮	২	অন্নপূর্ণ	অন্নপূর্ণা

